দ্বীনিয়াত শিক্ষা

তৃতীয় ভাগ

Contents

দ্বীনিয়াত শিক্ষা

(তৃতীয় ভাগ)

গবেষণা বিভাগ

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

Contents

প্রকাশক
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
নওদাপাড়া, রাজশাহী-৬২০৩
হাফাবা প্রকাশনা-১০৩
ফোন : ০২৪৭-৮৬০৮৬১
মোবাইল : ০১৮৩৫-৪২৩৪১০, ০১৭৭০৮০০৯০০।

التعليم الديني (الجزء الثالث)

تأليف : قسم البحوث

الناشر : حديث فاؤنديشن بنغلاديش

(مؤسسة الحديث للطباعة والنشر)

প্রকাশকাল
জুমাদাল আখেরাহ ১৪৪১ হিঃ
মাঘ ১৪২৬ বাং
ফেব্রুয়ারী ২০২০ খ্রিঃ

কম্পোজ
হাদীছ ফাউণ্ডেশন কম্পিউটার্স

মুদ্রণ
হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস
নওদাপাড়া (আম চত্বর)
সপুরা, রাজশাহী।

নির্ধারিত মূল্য
৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) টাকা মাত্র

Deeniyat Shikkha (Third Part) by **Derartment of Research**. Published by : **HADEETH FOUNDATION BANGLADESH**. Nawdapara, Rajshahi, Bangladesh. Ph & Fax : 88-0247-860861. Mob: 01835-423410, 01770-800900 E-mail : tahreek@ymail.com. Web : www. ahlehadeethbd.org.

সূচীপত্র (المحتويات)

বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম

প্রকাশকের কথা

নাহ্মাদুহূ ওয়া নুছাল্লী 'আলা রসূলিহিল কারীম। আম্মা বা'দ-

সন্তান-সন্ততি মানুষের দুনিয়াবী জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ। এই সম্পদকে সঠিকভাবে প্রতিপালন করা এবং তাকে নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন করে গড়ে তোলা একজন অভিভাবকের অবশ্য কর্তব্য। সেই সাথে সমাজ ও রাষ্ট্রের কর্ণধারদেরও দায়িত্ব ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সঠিকভাবে বেড়ে ওঠার পরিবেশ নিশ্চিত করা। আমরা মুসলিম। এই পৃথিবীতে আমাদের আগমনের উদ্দেশ্য এক আল্লাহ্র ইবাদত করা। আর ইবাদতের জন্য প্রয়োজন সঠিক জ্ঞান ও নৈতিক শিক্ষা। শুধু তাই নয়, প্রাত্যহিক জীবনে চলার পথেও এর কোন বিকল্প নেই। সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখে ছোট্ট সোনামণিদেরকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে দ্বীনিয়াত শিক্ষাদানের জন্য **'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ'**-এর গবেষণা বিভাগ কর্তৃক পুস্তিকাটি সংকলন করা হয়েছে। এটি বিভিন্ন মাদরাসা ও ইসলামিক স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীর পাঠ্য উপযোগী করে প্রণীত।

আশা করি পুস্তিকাটি ছোট্ট সোনামণিদের প্রাথমিক দ্বীন শিক্ষার পথে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। পুস্তিকাটি রচনা ও পরিমার্জনে যারা সহযোগিতা করেছেন তাদের সকলের প্রতি রইল কৃতজ্ঞতা। আল্লাহ আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা কবুল করুন এবং একে আমাদের নাজাতের অসীলা করুন-আমীন!

সচিব
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

Contents

প্রথম অধ্যায়

হিফযুল হাদীছ

١. عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ مِنَ اللَّيْلِ وَضَعَ يَدَهُ تَحْتَ خَدِّهِ ثُمَّ يَقُولُ ,**اَللَّهُمَّ بِاسْمِكَ أَمُوتُ وَأَحْيَا**، وَإِذَا اسْتَيْقَظَ قَالَ ,**اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ**، - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ-

১. হুযায়ফা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, 'নবী (ছাঃ) রাতে নিজ বিছানায় শোয়ার সময় নিজ হাত গালের নীচে রাখতেন অতঃপর বলতেন, হে আল্লাহ! তোমার নামে আমি মরি ও বাঁচি। আর যখন ঘুম থেকে জাগতেন তখন বলতেন, সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহ্র জন্য, যিনি আমাদেরকে মৃত্যু দানের পর জীবিত করলেন এবং ক্বিয়ামতের দিন তাঁর দিকেই হবে আমাদের পুনরুত্থান' *(বুখারী হা/৬৩১৪; মিশকাত হা/২৩৮২)*।

٢. عَنْ أَبِيْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : **عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّهُ مَعَ الْبِرِّ وَهُمَا فِي الْجَنَّةِ وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّهُ مَعَ الْفُجُوْرِ وَهُمَا فِي النَّارِ**- رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ-

২. আবুবকর ছিদ্দীক্ব (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা সত্যবাদিতা অবলম্বন কর। সত্য নেকীর সাথে রয়েছে। আর উভয়েই জান্নাতে যাবে। আর মিথ্যা থেকে বেঁচে থাক। মিথ্যা পাপের সাথে রয়েছে। উভয়েই জাহান্নামে যাবে' *(ইবনু মাজাহ হা/৩৮৪৯)*।

٣. عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْكَبَائِرِ قَالَ : **الإِشْرَاكُ بِاللهِ، وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَشَهَادَةُ الزُّوْرِ**- رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ-

৩. হযরত আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে কাবীরা গুনাহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি বলেন, আল্লাহ্র সাথে শরীক করা, পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া, মানুষ হত্যা করা এবং মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করা' *(বুখারী হা/২৬৫৩)*।

٤. عَنِ الْمُغِيْرَةِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : **إِنَّ كَذِبًا عَلَيَّ لَيْسَ كَكَذِبٍ عَلَى أَحَدٍ، مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ** - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ -

৪. হযরত মুগীরা বিন শু‘বা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি নবী করীম (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, ‘নিশ্চয়ই আমার প্রতি মিথ্যারোপ করা তোমাদের কারো প্রতি মিথ্যারোপের মত নয়। যে ব্যক্তি জেনে বুঝে আমার প্রতি মিথ্যারোপ করবে সে যেন নিজের স্থান জাহান্নামে করে নেয়’ *(বুখারী হা/১২৯১)*।

٥. عَنْ أَبِيْ بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : **لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ جَسَدٌ غُذِّيَ بِالْحَرَامِ**- رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيْمَانِ-

৫. আবুবকর (রাঃ) হ’তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ‘যে দেহ হারাম দ্বারা পরিপুষ্ট হয়, তা জান্নাতে প্রবেশ করবে না’ *(বায়হাক্বী, শু‘আবুল ঈমান; মিশকাত হা/২৭৮৭)*।

٦. عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ رَحِمَهُ اللهُ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ : **تَرَكْتُ فِيْكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوْا مَا مَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ**- رَوَاهُ فِي الْمُوَطَّا-

৬. ইমাম মালেক বিন আনাস (রহঃ) বলেন, তাঁর নিকটে এই মর্মে হাদীছ পৌঁছেছে যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ‘আমি তোমাদের মাঝে দু’টি বস্তু ছেড়ে যাচ্ছি। যতদিন তোমরা ঐ দু’টিকে মযবূতভাবে ধরে থাকবে ততদিন তোমরা কখনোই পথভ্রষ্ট হবে না। তা হ’ল ‘আল্লাহ্র কিতাব ও তাঁর নবীর সুন্নাত’ *(মুওয়াত্ত্বা হা/৩৩৩৮, মিশকাত হা/১৮৬)*।

٧. عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : **مَنْ أَحْدَثَ فِيْ أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ** - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ-

৭. হযরত আয়েশা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি আমাদের দ্বীনের ব্যাপারে এমন বিষয় সৃষ্টি করল, যা তার অন্তর্ভুক্ত নয়, তা প্রত্যাখ্যাত’ *(বুখারী হা/২৬৯৭)*।

٨. عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : **لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيُوَقِّرْ كَبِيرَنَا**- رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ-

৮. আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ছোটদের স্নেহ করে না ও বড়দের সম্মান করে না, সে আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়' *(তিরমিযী হা/১৯১৯)*।

٩. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ : **إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ اِنْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثَةٍ إِلاَّ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ**- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ-

৯. হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'মানুষ যখন মৃত্যুবরণ করে, তখন তার সমস্ত আমল বন্ধ হয়ে যায়, কেবল তিনটি আমল ব্যতীত : ১. ছাদাক্বায়ে জারিয়াহ ২. এমন জ্ঞান, যা দ্বারা মানুষ উপকৃত হয় ৩. সুসন্তান, যে তার জন্য দো'আ করে' *(মুসলিম হা/১৬৩১; মিশকাত হা/১৮৯৬)*।

١٠. عَنْ أَنَسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَلَّمَا خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ إِلاَّ قَالَ : **لاَ إِيْمَانَ لِمَنْ لاَ أَمَانَةَ لَهُ وَلاَ دِيْنَ لِمَنْ لاَ عَهْدَ لَهُ** - رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَ أَحْمَدُ-

১০. হযরত আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদেরকে এরূপ ভাষণ খুব কমই দিয়েছেন, যেখানে তিনি একথা বলেননি যে, 'যার আমানতদারী নেই, তার ঈমান নেই এবং যার অঙ্গীকার ঠিক নেই, তার দ্বীন নেই' *(আহমাদ হা/১২৫৮৯; মিশকাত হা/৩৫)*।

١١. عَنِ الْاَغَرِّ الْمُزَنِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيه وسَلَّم : **تُوْبُوْا إِلَى اللهِ فَإِنِّيْ أَتُوْبُ إِلَيْهِ فِى الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ**- رَوَاهُ مُسْلِمٌ-

১১. আগার মুযানী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'হে মানবমণ্ডলী! আল্লাহ্র নিকটে তওবা কর। কারণ আমি তাঁর নিকটে দৈনিক একশতবার তওবা করি' *(মুসলিম হা/২৭০২; মিশকাত হা/২৩২৫)*।

١٢. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : **يُسَلِّمُ الصَّغِيْرُ عَلَى الْكَبِيْرِ، وَالْمَارُّ عَلَى الْقَاعِدِ، وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ**- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ-

১২. আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'ছোটরা বড়দেরকে, পায়ে হাঁটা লোক বসা লোককে এবং অল্প সংখ্যক লোক অধিক সংখ্যক লোককে সালাম দিবে' *(বুখারী হা/৬২৩৪; মিশকাত হা/৪৬৩৩)*।

١٣. عَنْ خُرَيْمِ بْنِ فَاتِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : **مَنْ أَنْفَقَ نَفَقَةً فِي سَبِيلِ اللهِ كُتِبَتْ لَهُ بِسَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ**- رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ-

১৩. খুরাইম বিন ফাতিক (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র রাস্তায় দান করে, তার জন্য সাতশত গুণ নেকী লিপিবদ্ধ করা হয়' *(তিরমিযী হা/১৬২৫; মিশকাত হা/৩৮২৬)*।

١٤. عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: **لاَ تُصَاحِبْ إِلاَّ مُؤْمِنًا وَلاَ يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلاَّ تَقِيٌّ** -رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ-

১৪. আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছেন, 'মুমিন ব্যতীত কাউকে সাথী হিসাবে গ্রহণ কর না। আর পরহেযগার ব্যতীত অন্য কেউ যেন তোমার খাদ্য না খায়' *(আবূদাঊদ হা/৪৮৩২; মিশকাত হা/৫০১৮)*।

١٥. عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: **أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَلاَةُ، فَإِنْ صَلَحَتْ صَلَحَ سَائِرُ عَمَلِهِ، وَإِنْ فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ**- رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ-

১৫. আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'ক্বিয়ামতের দিন বান্দার সর্বপ্রথম হিসাব নেওয়া হবে তার ছালাতের। ছালাতের হিসাব সঠিক হ'লে তার সমস্ত আমল সঠিক হবে। আর ছালাতের হিসাব বেঠিক হ'লে তার সমস্ত আমল নষ্ট হয়ে যাবে' *(ত্বাবারাণী আওসাত্ব হা/১৮৫৯, ছহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব হা/৩৭৬)*।

অনুশীলনী

১. এক কথায় উত্তর দাও :

(ক) ঈমানের শ্রেষ্ঠ শাখা কী? (খ) ঈমানের সর্বনিম্ন শাখা কী?

(গ) সত্য কোন পথ দেখায়? (ঘ) মিথ্যা কোন পথ দেখায়?

(ঙ) মানুষ হত্যা করা কী? (চ) শিরক করা কী?

(ছ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর প্রতি মিথ্যারোপ করার পরিণাম কী?

(জ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদের মাঝে কয়টি বস্তু ছেড়ে গেছেন?

(ঝ) দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত নয় এমন আমল নেকীর আশায় করা কি?

(ঞ) যে ব্যক্তি আল্লাহ্র রাস্তায় দান করে, তার কত নেকী হয়?

(ট) ক্বিয়ামতের দিন ছালাতের হিসাব ভুল হ'লে কি হবে?

২. সংক্ষেপে উত্তর দাও :

(ক) সবচেয়ে বড় পাপ কয়টি ও কী কী?

(খ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদের মাঝে কোন দু'টি বস্তু ছেড়ে গেছেন?

(গ) কোন আমলসমূহের নেকী মৃত্যুর পরও চালু থাকে?

(ঘ) কোন ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ)-এর উম্মত থেকে বের হয়ে যাবে?

(ঙ) সালাম প্রদানের পদ্ধতি কী?

৩. শূন্যস্থান পূরণ কর :

(ক) হারাম দ্বারা পরিপুষ্ট দেহ .... প্রবেশ করবে না।

(খ) যার আমানতদারী নেই, তার........................নেই।

(গ) যার অঙ্গীকার ঠিক নেই, তার......................নেই।

(ঘ) ক্বিয়ামতের দিন বান্দার প্রথম হিসাব নেয়া হবে..... ।

(ঙ) যা দ্বীনের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত নয়, তা .... ।

৪. সঠিক উত্তরটি বাছাই কর :

(১) ঈমানের শ্রেষ্ঠ শাখা কোনটি?

(ক) 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-এর সাক্ষ্য প্রদান করা। (খ) ছালাত আদায় করা।

(গ) আমানত রক্ষা করা।

(২) লজ্জাশীলতা কিসের শাখা?

(ক) ঈমানের। (খ) হজ্জের। (গ) ছালাতের।

(৩) আমরা সর্বদা-

(ক) সত্য কথা বলব। (খ) মিথ্যা কথা বলব। (গ) সত্য-মিথ্যা মিশিয়ে বলব।

Contents

দ্বিতীয় অধ্যায়

দো'আ সমূহ

১. কাউকে বিদায় দেওয়ার সময় দো'আ :

❖ সফরের উদ্দেশ্যে কাউকে বিদায় দেবার সময় পরস্পরের উদ্দেশ্যে নিম্নের দো'আটি পাঠ করবে। একা হ'লে পরস্পরের (ডান) হাত ধরে দো'আটি পড়বে। أَسْتَوْدِعُ اللهَ دِيْنَكُمْ وَأَمَانَتَكُمْ وَخَوَاتِيْمَ أَعْمَالِكُمْ- *(আসতাওদি'উল্লা-হা দ্বীনাকুম ওয়া আমা-নাতাকুম ওয়া খাওয়া-তীমা আ'মা-লিকুম)*।

অর্থ : 'আমি (আপনার বা আপনাদের) দ্বীন ও আমানত সমূহ এবং শেষ আমল সমূহকে আল্লাহ্‌র হেফাযতে ন্যস্ত করলাম'।

❖ বিদায় দানকালে অপর একটি দো'আ হ'ল- زَوَّدَكَ اللهُ التَّقْوَى وَغَفَرَ ذَنْبَكَ وَيَسَّرَ لَكَ الْخَيْرَ حَيْثُ مَا كُنْتَ- *(যাউয়াদাকাল্লা-হুত্ তাক্বওয়া ওয়া গাফারা যাম্বাকা ওয়া ইয়াস্‌সারা লাকাল খায়রা হায়ছু মা কুন্‌তা')*।

অর্থ : 'আল্লাহ আপনাকে তাক্বওয়ার পুঁজি দান করুন! আপনার গোনাহ মাফ করুন এবং আপনি যেখানেই থাকুন আপনার জন্য কল্যাণকে সহজ করে দিন'।

২. কেউ দো'আ চাইলে তার জন্য দো'আ :

❖ اللَّهُمَّ أَكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ، وَبَارِكْ لَهُ فِيمَا أَعْطَيْتَهُ ❖ *(আল্ল-হুম্মা আকছির মা-লাহু ওয়া ওয়ালাদাহু, ওয়া বা-রিক লাহু ফীমা আ'ত্বায়তাহু)* 'হে আল্লাহ! তুমি তার মাল ও সন্তানাদি বাড়িয়ে দাও এবং তাকে তুমি যা কিছু দিয়েছ, তাতে বরকত দাও'।

❖ অথবা বলবে, بَارَكَ اللهُ لَكَ *(বা-রাকাল্লা-হু লাকা)* অথবা বহুবচনে 'লাকুম' 'আল্লাহ আপনাকে বরকত দান করুন'।

❖ অথবা بَارَكَ اللهُ فِيْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ *(বা-রাকাল্লা-হু ফী আহলিকা ওয়া মা-লিকা)* অথবা বহুবচনে (কুম) 'আল্লাহ আপনার পরিবারে ও সম্পদে বরকত দান করুন'।

৩. ক্ষতিকর বস্তু থেকে বাঁচার জন্য দো'আ-

أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ *(আ'উযু বিকালিমা-তিল্লা-হিত তাম্মা-তি মিন শার্রি মা খালাক্ব)* 'আমি আল্লাহ্র পরিপূর্ণ কালেমা সমূহের মাধ্যমে তাঁর সৃষ্টির যাবতীয় অনিষ্টকারিতা হ'তে পানাহ চাচ্ছি'।

৪. শত্রুর ভয় থাকলে পড়বে :

❖ اَللَّهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِيْ نُحُوْرِهِمْ وَنَعُوْذُ بِكَ مِنْ شُرُوْرِهِمْ- ❖ *(আল্ল-হুম্মা ইন্না নাজ'আলুকা ফী নুহূরিহিম ওয়া না'উযুবিকা মিন শুরূরিহিম)* 'হে আল্লাহ! আমরা আপনাকে ওদের মুকাবিলায় পেশ করছি এবং ওদের অনিষ্ট সমূহ হ'তে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি'।

৫. রোগী পরিচর্যার দো'আ :

রোগীর মাথায় ডান হাত রেখে বা দেহে ডান হাত বুলিয়ে পড়বে-

أَذْهِبِ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لاَ شِفَاءَ إِلاَّ شِفَاؤُكَ شِفَاءً لاَّ يُغَادِرُ سَقَمًا-

(আয্হিবিল বা'সা, রব্বান না-সে! ওয়াশ্ফি, আনতাশ শা-ফী, লা শিফা-আ ইল্লা শিফা-উকা, শিফা-আল লা ইউগা-দিরু সাক্বামা)।

অনুবাদ : 'কষ্ট দূর কর হে মানুষের প্রতিপালক! আরোগ্য দান কর। তুমিই আরোগ্য দানকারী। কোন আরোগ্য নেই তোমার দেওয়া আরোগ্য ব্যতীত; যা কোন কোন অসুস্থতাকে বাকী রাখে না'।

❖ অথবা لاَ بَأْسَ طَهُوْرٌ إِنْ شَاءَ اللهُ *(লা বা'সা ত্বহূরুন ইনশা-আল্লাহ)*। 'কষ্ট থাকবে না, আল্লাহ চাহে তো দ্রুত সুস্থ হয়ে যাবেন'।

❖ অথবা দেহের ব্যথাতুর স্থানে (ডান) হাত রেখে রোগী তিনবার *'বিসমিল্লাহ'* বলবে। অতঃপর সাতবার নিম্নের দো'আটি পাঠ করবে,

أَعُوْذُ بِعِزَّةِ اللهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ *(আ'উযু বি'ইযযাতিল্লা-হি ওয়া কুদরাতিহি মিন শার্রি মা আজিদু ওয়া উহা-যিরু)* 'আমি যে ব্যথা ভোগ করছি ও যে ভয়ের আশংকা করছি, তার অনিষ্ট হ'তে আমি আল্লাহ্র সম্মান ও শক্তির আশ্রয় প্রার্থনা করছি'।

❖ অথবা সূরা ফালাক্ব ও নাস পড়ে দু'হাতে ফুঁক দিয়ে রোগী নিজে অথবা তার হাত ধরে অন্য কেউ যতদূর সম্ভব সারা দেহে বুলাবে।

৬. তওবা ও ক্ষমা প্রার্থনার দো'আ :

(১) أَسْتَغْفِرُ اللهَ الَّذِيْ لآ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ *(আস্তাগফিরুল্লা-হাল্লাযী লা ইলা-হা ইল্লা হুওয়াল হাইয়ুল ক্বাইয়ূমু ওয়া আতূবু ইলাইহে)* 'আমি আল্লাহ্‌র নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। যিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। যিনি চিরঞ্জীব ও বিশ্বচরাচরের ধারক এবং আমি তাঁর দিকেই ফিরে যাচ্ছি (বা তওবা করছি)'।

(২) لآ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ *(লা ইলাহা ইল্লা আনতা সুবহা-নাকা ইন্নী কুনতু মিনায যোয়া-লিমীন)* 'হে আল্লাহ! তুমি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তুমি মহা পবিত্র। নিশ্চয়ই আমি অন্যায়কারীদের অন্তর্ভুক্ত'।

(৩) رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ *(রব্বিগফিরলী ওয়া তুব 'আলাইয়া, ইন্নাকা আনতাত তাউওয়া-বুর রহীম)* 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ক্ষমা কর ও আমার তওবা কবুল কর। নিশ্চয়ই তুমি তওবা কবুলকারী ও দয়াবান'।

৭. উপকারকারী ব্যক্তির জন্য দো'আ :

কেউ উপকার করলে তাকে বলবে جَزَاكَ اللهُ خَيْرًا *(জাযা-কাল্লা-হু খায়রান)* 'আল্লাহ আপনাকে উত্তম প্রতিদান দিন'।

৮. কোন গ্রামে বা শহরে প্রবেশের দো'আ :

اَللَّهُمَّ إِنِّىْ اَسْأَلُكَ خَيْرَ هٰذِهِ الْقَرِيْةِ وَخَيْرَ أَهْلِهَا وَخَيْرَ مَا فِيْهَا، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ أَهْلِهَا وَشَرِّ مَا فِيْهَا-

উচ্চারণ : *'আল্ল-হুম্মা ইন্নী আসআলুকা খায়রা হা-যিহিল ক্বারইয়াতি ওয়া খায়রা আহ্‌লিহা ওয়া খায়রা মা ফীহা। ওয়া আ'ঊযুবিকা মিন শার্রিহা ওয়া শার্রি আহলিহা ওয়া শার্রি মা ফীহা।*

অনুবাদ : ‘হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকটে এই জনপদের ও এর অধিবাসীদের এবং এর মধ্যকার কল্যাণ সমূহ প্রার্থনা করছি এবং আমি এই জনপদের ও এর অধিবাসীদের এবং এর মধ্যকার অনিষ্ট সমূহ হ’তে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

৯. ছিয়াম বিষয়ে দো‘আ সমূহ :

❖ ইফতারের দো‘আ : بِسْمِ اللهِ *(বিসমিল্লা-হ)* ‘আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি’।

❖ ইফতার শেষে দো‘আ : اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ *(আলহামদুলিল্লা-হ)* ‘আল্লাহ্‌র জন্য সকল প্রশংসা’।

❖ অথবা (ঐ সাথে) বলবে, ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوْقُ وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِنْ شَآءَ اللهُ *(যাহাবায যামাউ ওয়াবতাল্লাতিল উরূকু ওয়া ছাবাতাল আজরু ইনশা-আল্লাহ)* ‘তৃষ্ণা দূর হ’ল, শিরা-উপশিরা সিক্ত হ’ল এবং আল্লাহ চাহে তো পুরস্কার নিশ্চিত হ’ল’।

❖ রামাযানের শেষ দশকের বেজোড় রাত্রিগুলোতে এই দো‘আটি পাঠ করবে, اَللّٰهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّيْ *(আল্ল-হুম্মা ইন্নাকা ‘আফুব্বুন তুহিব্বুল ‘আফওয়া ফা‘ফু ‘আন্নী)* ‘হে আল্লাহ! তুমি ক্ষমাশীল। তুমি ক্ষমা করতে ভালবাস। অতএব আমাকে ক্ষমা কর’।

১০. ছালাতের অন্যান্য দো‘আ সমূহ

(১) সাইয়িদুল ইস্তিগফার বা ক্ষমা প্রার্থনার শ্রেষ্ঠ দো‘আ :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ‘যে ব্যক্তি দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে এই দো‘আ পাঠ করবে, দিনে পাঠ করে রাতে মারা গেলে কিংবা রাতে পাঠ করে দিনে মারা গেলে, সে জান্নাতী হবে’।

اَللّٰهُمَّ أَنْتَ رَبِّيْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَنِيْ وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلٰى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّمَا صَنَعْتُ، أَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوْءُ بِذَنْبِيْ فَاغْفِرْلِيْ، فَإِنَّهُ لاَيَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلاَّ أَنْتَ-

উচ্চারণ : *আল্ল-হুম্মা আনতা রব্বী লা ইলা-হা ইল্লা আনতা খালাক্বতানী, ওয়া আনা ‘আবদুকা ওয়া আনা ‘আলা ‘আহদিকা ওয়া ওয়া‘দিকা মাসতাত্বা‘তু, আ‘ঊযুবিকা মিন শার্রি মা ছানা‘তু। আবূউ লাকা বিনি‘মাতিকা ‘আলাইয়া ওয়া আবূউ বিযাম্বী ফাগফিরলী ফাইন্নাহূ লা ইয়াগফিরুয্ যুনূবা ইল্লা আনতা।*

অর্থ : 'হে আল্লাহ! তুমি আমার পালনকর্তা। তুমি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছ। আমি তোমার দাস। আমি আমার সাধ্যমত তোমার নিকটে দেওয়া অঙ্গীকারে ও প্রতিশ্রুতিতে দৃঢ় আছি। আমি আমার কৃতকর্মের অনিষ্ট হ'তে তোমার নিকটে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আমি আমার উপরে তোমার দেওয়া অনুগ্রহকে স্বীকার করছি এবং আমি আমার গোনাহের স্বীকৃতি দিচ্ছি। অতএব তুমি আমাকে ক্ষমা কর। কেননা তুমি ব্যতীত পাপসমূহ ক্ষমা করার কেউ নেই'।

(২) দো'আয়ে কুনূত : যা বিতর ছালাতে রুকুর পরে বা আগে পড়তে হয়-

اَللَّهُمَّ اهْدِنِيْ فِيْمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنِيْ فِيْمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنِيْ فِيْمَنْ تَوَلَّيْتَ، وَبَارِكْ لِيْ فِيْمَا أَعْطَيْتَ، وَقِنِيْ شَرَّ مَا قَضَيْتَ، فَإِنَّكَ تَقْضِيْ وَلاَ يُقْضَى عَلَيْكَ، إِنَّهُ لاَ يَذِلُّ مَنْ وَّالَيْتَ، وَ لاَ يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ، تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ، وَصَلَّى اللهُ عَلَى النَّبِيِّ-

উচ্চারণ : *আল্ল-হুম্মাহ্‌দিনী ফীমান হাদায়তা, ওয়া 'আ-ফিনী ফীমান 'আ-ফায়তা, ওয়া তাওয়াল্লানী ফীমান তাওয়াল্লায়তা, ওয়া বা-রিক্‌লী ফীমা 'আ'ত্বায়তা, ওয়া ক্বিনী শার্‌রা মা ক্বাযায়তা; ফাইন্নাকা তাক্বযী ওয়া লা ইয়ুক্বযা 'আলায়কা, ইন্নাহূ লা ইয়াযিল্লু মাঁও ওয়া-লায়তা, ওয়া লা ইয়া'ইয্‌যু মান্‌ 'আ-দায়তা, তাবা-রক্‌তা রব্বানা ওয়া তা'আ-লায়তা, ওয়া ছাল্লাল্লা-হু 'আলান্‌ নাবী।*

অনুবাদ : 'হে আল্লাহ! তুমি যাদেরকে সুপথ দেখিয়েছ, আমাকে তাদের মধ্যে গণ্য করে সুপথ দেখাও। যাদেরকে তুমি মাফ করেছ, আমাকে তাদের মধ্যে গণ্য করে মাফ করে দাও। তুমি যাদের অভিভাবক হয়েছ, তাদের মধ্যে গণ্য করে আমার অভিভাবক হয়ে যাও। তুমি আমাকে যা দান করেছ, তাতে বরকত দাও। তুমি যে ফায়ছালা করে রেখেছ, তার অনিষ্ট হ'তে আমাকে বাঁচাও। কেননা তুমি সিদ্ধান্ত দিয়ে থাক, তোমার বিরুদ্ধে কেউ সিদ্ধান্ত দিতে পারে না। তুমি যার সাথে বন্ধুত্ব রাখ, সে কোনদিন অপমানিত হয় না। আর তুমি যার সাথে দুশমনী কর, সে কোনদিন সম্মানিত হ'তে পারে না। হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি বরকতময় ও সর্বোচ্চ। আল্লাহ তাঁর নবীর উপরে রহমত বর্ষণ করুন'।

১১. জানাযার দো'আ :

١- اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا، اَللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلاَمِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيْمَانِ، اَللَّهُمَّ لاَ تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلاَ تَفْتِنَّا بَعْدَهُ-

(১) উচ্চারণ : *আল্ল-হুম্মাগ্‌ফির লিহাইয়িনা ওয়া মাইয়িতিনা ওয়া শা-হিদিনা ওয়া গা-য়িবিনা ওয়া ছাগীরিনা ওয়া কাবীরিনা ওয়া যাকারিনা ওয়া উন্‌ছা-না, আল্ল-হুম্মা মান আহ্‌য়াইতাহূ মিন্না ফাআহ্‌য়িহী 'আলাল ইসলাম, ওয়া মান তাওয়াফ্‌ফায়তাহূ মিন্না ফাতাওফ্‌ফাহূ 'আলাল ঈমান। আল্ল-হুম্মা লা তাহ্‌রিমনা আজরাহূ ওয়া লা তাফ্‌তিন্না বা'দাহূ ।*

অনুবাদ : 'হে আল্লাহ! আমাদের জীবিত ও মৃত এবং (এই জানাযায়) উপস্থিত-অনুপস্থিত, ছোট ও বড়, পুরুষ ও নারী সকলকে আপনি ক্ষমা করুন। হে আল্লাহ! যাকে আপনি বাঁচিয়ে রাখবেন, তাকে ইসলামের উপরে বাঁচিয়ে রাখুন এবং যাকে মারতে চান, তাকে ঈমানের হালতে মৃত্যু দান করুন। হে আল্লাহ! এই মাইয়েতের (জন্য দো'আ করার) উত্তম প্রতিদান হ'তে আপনি আমাদেরকে বঞ্চিত করবেন না এবং তার পরে আমাদেরকে পরীক্ষায় ফেলবেন না'।

(২) আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দো'আ যা প্রথমটির সাথে যোগ করে পড়া যায় বিশেষভাবে মাইয়েতের উদ্দেশ্যে। যেমন–

٢- اَللَّهُمَّ اغْفِرْلَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ مَدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّي الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِّنْ دَارِهِ وَأَهْلاً خَيْرًا مِّنْ أَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِّنْ زَوْجِهِ، وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ-

উচ্চারণ : *আল্ল-হুম্মাগ্‌ফির লা-হূ ওয়ারহামহু ওয়া 'আ-ফিহি ওয়া'ফু 'আনহু ওয়া আকরিম নুযুলাহূ ওয়া ওয়াস্‌সি' মাদ্‌খালাহূ; ওয়াগ্‌সিলহু বিলমা-এ ওয়াছ্‌ছালজে ওয়াল বারাদে; ওয়া নাক্কিহি মিনাল খাত্বা-য়া কামা ইউনাক্কাছ্ ছাওবুল আবইয়াযু মিনাদ্ দানাসি; ওয়া আবদিলহু দা-রান খায়রান মিন দা-রিহী ওয়া আহলান খায়রাম মিন আহলিহী ওয়া যাওজান*

খায়রাম মিন যাওজিহী; ওয়া আদখিল্হুল জান্নাতা ওয়া আ'ইয্হু মিন 'আযা-বিল ক্বাবরে ওয়া মিন 'আযা-বিন না-রে।

অনুবাদ : 'হে আল্লাহ! আপনি এই মাইয়েতকে ক্ষমা করুন। তাকে অনুগ্রহ করুন। তাকে নিরাপদে রাখুন এবং তার গোনাহ মাফ করুন। আপনি তাকে সম্মানজনক আতিথেয়তা প্রদান করুন। তার বাসস্থান প্রশস্ত করুন। আপনি তাকে পানি দ্বারা, বরফ দ্বারা ও শিশির দ্বারা ধৌত করুন এবং তাকে পাপ হ'তে এমনভাবে মুক্ত করুন, যেমনভাবে সাদা কাপড় ময়লা হ'তে ছাফ করা হয়। আপনি তাকে দুনিয়ার গৃহের বদলে উত্তম গৃহ দান করুন। তার দুনিয়ার পরিবারের চাইতে উত্তম পরিবার এবং দুনিয়ার জোড়ার চাইতে উত্তম জোড়া দান করুন। তাকে আপনি জান্নাতে দাখিল করুন এবং তাকে কবরের আযাব হ'তে ও জাহান্নামের আযাব হ'তে রক্ষা করুন'।

(৩) মাইয়েত শিশু হ'লে সূরা ফাতিহা, দরূদ ও জানাযার ১ম দো'আটি পাঠের পর নিম্নোক্ত দো'আ পড়বে-

٣- اَللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا سَلَفًا وَّ فَرَطًا وَّ ذُخْرًا وَّ أَجْرًا-

উচ্চারণ : *'আল্ল-হুম্মাজ'আলহু লানা সালাফাওঁ ওয়া ফারাত্বাওঁ ওয়া যুখ্রাওঁ ওয়া আজরান'। 'লানা'-এর সাথে 'ওয়া লে আবাওয়াইহে'* (এবং তার পিতা-মাতার জন্য) যোগ করে বলা যেতে পারে।

অনুবাদ : 'হে আল্লাহ! আপনি এই শিশুকে আমাদের জন্য (এবং তার পিতা-মাতার জন্য) পূর্বগামী, অগ্রগামী এবং আখেরাতের পুঁজি ও পুরস্কার হিসাবে গণ্য করুন'!

১২. মৃত্যুর পরের দো'আ সমূহ

❖ মৃত্যু হওয়ার পরে উপস্থিত সকলে পড়বে إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْـهِ رَاجِعُـونَ *(ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহি রা-জে'ঊন)* 'আমরা সবাই আল্লাহ্র জন্য এবং আমরা সবাই তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী'।

❖ মাইয়েতের নিকটতম ব্যক্তি পড়বে : اَللَّهُمَّ أَجِرْنِي فِيْ مُصِيْبَتِيْ وَأَخْلِـفْ لِيْ خَـيْرًا مِّنْهَـا *(আল্ল-হুম্মা আজিরনী ফী মুছীবাতী ওয়া আখলিফ্লী খায়রাম মিনহা)* 'হে আল্লাহ! আমাকে বিপদে ধৈর্য ধারণের ক্ষমতা দান কর এবং আমাকে এর উত্তম প্রতিদান দাও'।

১৩. দাফনের পর পঠিতব্য দো'আ :

❖ اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَثَبِّتْهُ *(আল্ল-হুম্মাগফির লাহূ ওয়া ছাব্বিতহু)* 'হে আল্লাহ! আপনি তাকে ক্ষমা করুন ও তাকে দৃঢ় রাখুন'।

❖ اَللَّهُمَّ ثَبِّتْهُ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ *(আল্ল-হুম্মা ছাব্বিতহু বিল ক্বাউলিছ ছা-বিত)* 'হে আল্লাহ! আপনি তাকে কালেমা শাহাদাত দ্বারা সুদৃঢ় রাখুন'।

১৪. সফর শুরু ও তা থেকে প্রত্যাবর্তনের পর দো'আ :

بِسْمِ اللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ-

উচ্চারণ : *বিসমিল্লা-হি তাওয়াক্কাল্তু 'আলাল্লা-হি ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লা-হ।*

অর্থ : 'আল্লাহ্র নামে (বের হচ্ছি), তাঁর উপরে ভরসা করছি। নেই কোন ক্ষমতা নেই কোন শক্তি আল্লাহ ব্যতীত'।

اَللهُ أَكْبَرُ، اَللهُ أَكْبَرُ، اَللهُ أَكْبَرُ، لآ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لآ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، آيِبُوْنَ تَائِبُوْنَ عَابِدُوْنَ سَاجِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ...-

উচ্চারণ : *আল্লাহু আকবার (৩ বার)। লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু, লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুওয়া 'আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর। আ-য়িবূনা তা-য়িবূনা 'আ-বিদূনা সা-জিদূনা লিরব্বিনা হা-মিদূনা।*

অর্থ : 'আল্লাহ সবার চেয়ে বড় (তিনবার), আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই। রাজত্ব তাঁরই, প্রশংসা কেবল তাঁর জন্যই। তিনি সকল বিষয়ে ক্ষমতাবান। আমরা প্রত্যাবর্তন করলাম তওবাকারী, ইবাদতকারী, সিজদাকারী এবং আমাদের প্রভুর প্রশংসাকারী রূপে...'।

অতঃপর পরিবহন থেকে নামার সময় বলবে *'সুবহানাল্লাহ'* ।

১৫. নতুন চাঁদ দেখার দো'আ :

اَللهُ أَكْبَرُ اَللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَالْإِيْمَانِ وَالسَّلاَمَةِ وَالْإِسْلاَمِ وَالتَّوْفِيْقِ لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضَى رَبِّيْ وَرَبُّكَ اللهُ-

উচ্চারণ : *আল্লা-হু আকবার, আল্ল-হুম্মা আহিল্লাহূ 'আলাইনা বিল আমনি ওয়াল ঈমা-নি, ওয়াস্‌সালা-মাতি ওয়াল ইসলা-মি, ওয়াততাওফীক্বি লিমা তুহিব্বু ওয়া তারযা; রব্বী ওয়া রব্বুকাল্লা-হ।*

অর্থ : 'আল্লাহ সবার চেয়ে বড়। হে আল্লাহ! আপনি আমাদের উপরে চাঁদকে উদিত করুন শান্তি ও ঈমানের সাথে, নিরাপত্তা ও ইসলামের সাথে এবং আমাদেরকে ঐ সকল কাজের ক্ষমতা দানের সাথে, যা আপনি ভালবাসেন ও যাতে আপনি খুশী হন। (হে চন্দ্র!) আমার ও তোমার প্রভু আল্লাহ'।

১৬. ঝড়ের সময় দো'আ :

اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا فِيْهَا وَخَيْرَ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيْهَا وَ شَرِّ مَا اُرْسِلَتْ بِهِ-

উচ্চারণ : *আল্ল-হুম্মা ইন্নী আস্‌আলুকা খায়রাহা ওয়া খায়রা মা ফীহা ওয়া খায়রা মা উরসিলাত বিহী; ওয়া আ'উযুবিকা মিন শার্‌রিহা ওয়া শার্‌রি মা ফীহা ওয়া শার্রি মা উরসিলাত বিহী।*

অনুবাদ : 'হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকটে এর কল্যাণ, এর মধ্যকার কল্যাণ ও যা নিয়ে এটি প্রেরিত হয়েছে, তার কল্যাণ সমূহ প্রার্থনা করছি এবং আমি আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি এর অকল্যাণ হ'তে, এর মধ্যকার অকল্যাণ হ'তে এবং যা নিয়ে এটি প্রেরিত হয়েছে, তার অকল্যাণ সমূহ হ'তে'।

❖ ঝড়-বৃষ্টির ঘনঘটায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সূরা ইখলাছ, ফালাক্ব ও নাস সকালে ও সন্ধ্যায় তিনবার করে পড়তে নির্দেশ দিয়ে বলেছেন, এগুলোই তোমার জন্য যথেষ্ট হবে অন্য সবকিছু থেকে'।

Contents

১৭. বজ্রের আওয়ায শুনে দো'আ :

سُبْحَانَ الَّذِىْ يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلآئِكَةُ مِنْ خِيْفَتِهِ، (الرعد ١٣)-

উচ্চারণ : *সুবহা-নাল্লাযী ইয়ুসাব্বিহুর রা'দু বিহামদিহী ওয়াল মালা-ইকাতু মিন খীফাতিহি।*

অনুবাদ : 'মহা পবিত্র সেই সত্তা যাঁর গুণগান করে বজ্র ও ফেরেশতামণ্ডলী সভয়ে'।

১৮. নতুন কাপড় পরিধানকালে দো'আ :

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ كَسَانِىْ هَذَا وَرَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِّنِّىْ وَلاَ قُوَّةٍ-

উচ্চারণ : *আলহাম্‌দুলিল্লা-হিল্লাযি কাসা-নী হা-যা ওয়া রাঝাক্বানীহি মিন গায়রে হাওলিম মিন্নী ওয়ালা কুওয়াতিন।*

অনুবাদ : 'যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য। যিনি আমার কোন ক্ষমতা ও শক্তি ছাড়াই আমাকে এই কাপড় পরিধান করিয়েছেন ও এটি প্রদান করেছেন'।

১৯. বিপদাপদের দো'আ :

❖ يَا حَىُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيْثُ *(ইয়া হাইয়ু ইয়া ক্বাইয়ূমু বিরাহমাতিকা আস্তাগীছ)* 'হে চিরঞ্জীব! হে বিশ্বচরাচরের ধারক! আমি আপনার রহমতের আশ্রয় প্রার্থনা করছি'। আনাস বিন মালেক (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) যখন কোন দুঃখ বা সংকটের সম্মুখীন হ'তেন, তখন এই দো'আটি পড়তেন।

❖ ভূমিকম্প বা যে কোন আকস্মিক বিপদে বলবে, لآ إِلَهَ اِلاَّ اللهُ *'লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ'* (নেই কোন উপাস্য আল্লাহ ব্যতীত)।

❖ অথবা বলবে, اَللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا، وَلاَ عَلَيْنَا *'আল্ল-হুম্মা হাওয়া-লায়না অলা 'আলায়না'* (হে আল্লাহ! আমাদের থেকে ফিরিয়ে নাও। আমাদের উপর দিয়ো না)।

❖ اَللَّهُمَّ إِنِّىْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ جَهْدِ الْبَلاَءِ وَدَرَكِ الشَّقَاءِ وَسُوْءِ الْقَضَاءِ وَشَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ *আল্ল-হুম্মা ইন্নী আ'ঊযুবিকা মিন জাহদিল বালা-ই, ওয়া দারাকিশ শাক্বা-ই, ওয়া সূ'ইল ক্বাযা-ই ওয়া শামা-তাতিল আ'দা-ই)* '(হে আল্লাহ! আমি আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি অক্ষমকারী বিপদের কষ্ট হ'তে, দুর্ভোগের আক্রমণ হ'তে, মন্দ ফায়ছালা হ'তে এবং শত্রুর খুশী হওয়া থেকে'।

২০. নিজের জন্য দো'আ :

رَبِّ أَوْزِعْنِيْ أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِيْ أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِيْ بِرَحْمَتِكَ فِيْ عِبَادِكَ الصَّالِحِيْنَ- (النمل ١٩)-

উচ্চারণ : *'রব্বি আওঝি'নী আন আশকুরা নি'মাতাকাল্লাতী আন'আমতা 'আলাইয়া, ওয়া 'আলা ওয়ালেদাইয়া, ওয়া আন আ'মালা ছ-লেহান তারযা-হু, ওয়া আদখিলনী বি রহমাতিকা ফী 'ইবা-দিকাছ ছ-লেহীন।*

অনুবাদ : 'হে আমার পালনকর্তা! আমাকে ও আমার পিতা-মাতাকে যে নে'মত তুমি দান করেছ, তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার শক্তি আমাকে দান কর এবং আমি যেন এমন সৎকর্ম করতে পারি, যা তুমি পসন্দ কর এবং আমাকে তোমার অনুগ্রহে তোমার সৎকর্মশীল বান্দাগণের অন্তর্ভুক্ত কর' *(নমল ২৭/১৯)*।

২১. বাজারে প্রবেশকালে দো'আ :

হযরত ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি বাজারে প্রবেশকালে নিম্নোক্ত দো'আটি পাঠ করে, আল্লাহ তার জন্য ১ লক্ষ নেকী লিখেন, ১ লক্ষ ছগীরা গোনাহ দূর করে দেন, তার মর্যাদার স্তর ১ লক্ষ গুণ উন্নীত করেন এবং তার জন্য জান্নাতে একটি গৃহ নির্মাণ করেন'।-

لَآ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيْتُ وَهُوَ حَيٌّ لاَ يَمُوْتُ، بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَ هُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ-

উচ্চারণ : *লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহ্দাহু লা শারীকা লাহু, লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু ইউহ্য়ী ওয়া য়ুমীতু ওয়া হুয়া হাইয়ুন লা ইয়ামূতু, বেইয়াদিহিল খাইরু ওয়া হুয়া 'আলা কুল্লে শাইয়িন ক্বাদীর।*

অনুবাদ : 'নেই কোন উপাস্য আল্লাহ ব্যতীত, যিনি একক, যার কোন শরীক নেই। তাঁর জন্যই সকল রাজত্ব ও তাঁর জন্যই সকল প্রশংসা। যিনি বাঁচান ও মারেন। যিনি চিরঞ্জীব, কখনোই মরেন না। তাঁর হাতেই যাবতীয় কল্যাণ। তিনি সকল কিছুর উপরে ক্ষমতাবান'।

২২. সারগর্ভ দো‘আ :

আয়েশা (রাঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সর্বদা সারগর্ভ তথা ব্যাপক অর্থবোধক দো‘আ পসন্দ করতেন। যেমন :

(ক) اَللَّهُمَّ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ، أو اَللَّهُمَّ آتِنَا فِي الدُّنْيَا... *(আল্ল-হুম্মা রব্বানা আ-তিনা ফিদ্দুন্ইয়া হাসানাতাঁও ওয়া ফিল আ-খিরাতে হাসানাতাঁও ওয়া ক্বিনা আযা-বান্না-র)*। **অথবা** *আল্ল-হুম্মা আ-তিনা ফিদ্দুনিয়া ...*।

‘হে আল্লাহ! হে আমাদের পালনকর্তা! তুমি আমাদেরকে দুনিয়াতে কল্যাণ দাও ও আখেরাতে কল্যাণ দাও এবং আমাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে বাঁচাও’।

(খ) ‘ইসমে আ‘যম’ (আল্লাহ্র সর্বাধিক মর্যাদাবান নাম) সহ দো‘আ করা। যেমন, اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ بِأَنَّكَ أَنْتَ اللهُ الْأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِيْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ *(আল্ল-হুম্মা ইন্নী আসআলুকা বেআন্নাকা আনতাল্লা-হুল আহাদুছ ছামাদুল্লাযী লাম ইয়ালিদ ওয়া লাম ইউলাদ ওয়া লাম ইয়াকুল লাহূ কুফুওয়ান আহাদ)* ‘হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকটে প্রার্থনা করছি; কেননা তুমি আল্লাহ। তুমি একক ও মুখাপেক্ষীহীন। যিনি কাউকে জন্ম দেননি ও যিনি কারু থেকে জন্মিত নন এবং যাঁর সমতুল্য কেউ নেই’।
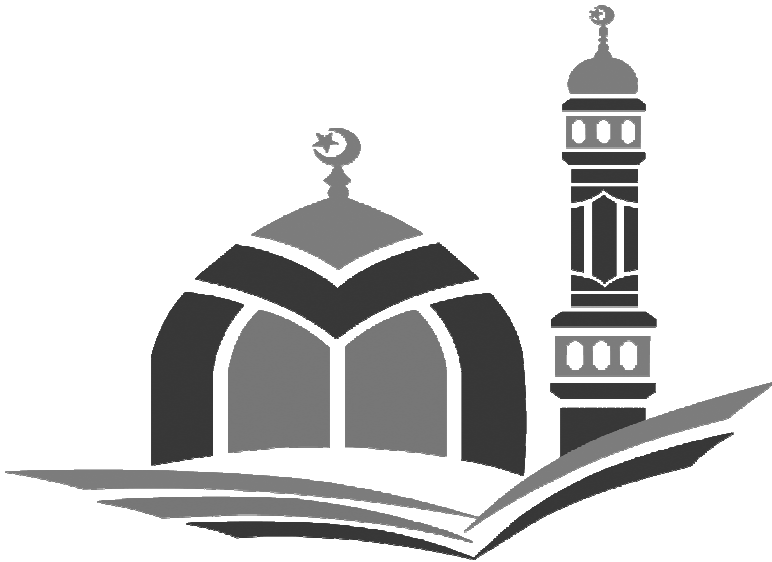
অনুশীলনী

১. এক কথায় উত্তর দাও :

(ক) উপকারকারী ব্যক্তির জন্য কোন দো'আ পড়তে হয়?

(খ) দাফনের পর কোন দো'আ পড়তে হয়?

(গ) ভূমিকম্প বা যে কোন আকস্মিক বিপদে কোন দো'আ পড়তে হয়?

(ঘ) সকল প্রশংসা একমাত্র কার জন্য হবে?

২. সংক্ষেপে উত্তর দাও :

(ক) কাউকে বিদায় দেওয়ার সময় কোন দো'আ পড়তে হয়?

(খ) কেউ দো'আ চাইলে তার জন্য কোন দো'আ পড়তে হয়?

(গ) শত্রুর ভয় থাকলে কোন দো'আ পড়তে হয়?

(ঘ) বিপদাপদের সময় কোন দো'আ পড়তে হয়?

(ঙ) বাজারে প্রবেশকালে দো'আ পাঠ করলে কী ফযীলত রয়েছে?

(চ) বজ্রের আওয়ায শুনে কোন দো'আ পড়তে হয়?

(ছ) ঝড়ের সময় কোন দো'আ পড়তে হয়?

৩. মুখস্থ বল :

১. ক্ষতিকর বস্তু থেকে বাঁচার দো'আটি মুখস্থ বল।

২. নতুন কাপড় পরিধান ও চাঁদ দেখার দো'আটি মুখস্থ বল।

৩. সারগর্ভ দো'আ কি? একটি মুখস্থ বল।

তৃতীয় অধ্যায়

প্রথম পাঠ : ইসলাম

শাব্দিক অর্থ : আত্মসমর্পণ করা।

পারিভাষিক অর্থ : আল্লাহ্র প্রতি পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করা ও তাঁর আদেশসমূহ পালনের মাধ্যমে তাঁর আনুগত্য করা এবং শিরক থেকে বেঁচে থাকার নাম ইসলাম।

ইসলামের পরিচয় : ইসলাম আল্লাহর মনোনীত একমাত্র দ্বীন। এটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। এতে মানব জীবনের সকল দিক ও বিষয়ের যথাযথ নির্দেশনা রয়েছে। আল্লাহ বলেন,

اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

'আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করলাম ও তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ পরিপূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দ্বীন হিসাবে মনোনীত করলাম' *(মায়েদা ৩)*।

ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন ধর্ম আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। আল্লাহ বলেন,

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللهِ الْإِسْلَامُ

'নিশ্চয়ই আল্লাহ্র মনোনীত একমাত্র ধর্ম হ'ল ইসলাম' *(আলে ইমরান ১৯)*।

তিনি আরও বলেন,

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

'যে ব্যক্তি ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন ধর্ম (জীবন বিধান) কামনা করবে, তা কখনই তার নিকট থেকে গ্রহণযোগ্য হবে না। আর পরকালে সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে' *(আলে ইমরান ৮৫)*।

অতএব যদি আমরা দুনিয়ায় কল্যাণ পেতে চাই এবং আখেরাতে মুক্তি লাভ করতে চাই, তাহলে আমাদেরকে অবশ্যই ইসলামের অনুসরণ করতে হবে।

অনুশীলনী

১. এক কথায় উত্তর দাও :

(ক) ইসলাম অর্থ কী?

(খ) আল্লাহ্র মনোনীত একমাত্র দ্বীন কোনটি?

(গ) পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা কোনটি?

(ঘ) ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন ধর্ম গ্রহণযোগ্য কী?

(ঙ) কারা পরকালে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে?

২. সংক্ষেপে উত্তর দাও :

(ক) ইসলামের পরিচয় দাও।

(খ) সূরা মায়েদার ৩ নং আয়াতটি অনুবাদ সহ লেখ।

(গ) ইসলাম কি একমাত্র গ্রহণযোগ্য ধর্ম? দলীল দাও।

৩. শূন্যস্থান পূরণ কর :

(ক) ইসলাম অর্থ .... করা।

(খ) আল্লাহ্র মনোনীত একমাত্র ধর্ম হ'ল.......... ।

দ্বিতীয় পাঠ

আরকানুল ইসলাম বা ইসলামের মূল স্তম্ভসমূহ

ইসলামের রুকন ৫টি। এগুলোকে ইসলামের মূল স্তম্ভ বলা হয়। রাসূল (ছাঃ) বলেন,

بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لاَّ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ وَإِقَامِ الصَّلوٰةِ وَإِيْتَاءِ الزَّكٰوةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ-

‘ইসলাম পাঁচটি স্তম্ভের উপরে দণ্ডায়মান। (১) তাওহীদ ও রিসালাতের সাক্ষ্য প্রদান করা এই মর্মে যে, ‘আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ (ছাঃ) তাঁর বান্দা ও রাসূল’ (২) ছালাত কায়েম করা (৩) যাকাত আদায় করা (৪) হজ্জ সম্পাদন করা (৫) রামাযান মাসের ছিয়াম পালন করা’ *(বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/৪)*।

এই পাঁচটি রুকনের পরিচয় নিম্নরূপ :

প্রথম রুকন : কালেমা

ইসলামের প্রথম রুকন হ’ল একনিষ্ঠভাবে কালেমা তথা لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ (লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লা-হ) পাঠ করা। কালেমার অর্থ হ’ল, এই মর্মে সাক্ষ্য প্রদান করা যে, ‘আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ *(ছল্লাল্ল-হু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)* তাঁর বান্দা ও রাসূল’।

কালেমা হ’ল ইসলামের চাবি। কালেমা পাঠ না করা ব্যতীত কেউ ইসলামে প্রবেশ করতে পারে না।

দলীল : আল্লাহ বলেন, فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

‘সুতরাং তুমি জেনে রাখ যে, আল্লাহ ছাড়া কোন (সত্য) ইলাহ নেই’ *(মুহাম্মাদ ১৯)*।

অন্যত্র আল্লাহ বলেন,

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ

‘মুহাম্মাদ তোমাদের মধ্যে কোন পুরুষের পিতা নয়, বরং সে আল্লাহ্র রাসূল ও শেষ নবী’ *(আহযাব ৪০)*।

দ্বিতীয় রুকন : ছালাত

প্রত্যেক মুসলমানের জন্য দিনে-রাতে মোট পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় করা ফরয। ছালাত ইসলামের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত।

দলীল : আল্লাহ বলেন,

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

‘তোমরা ছালাত কায়েম কর ও যাকাত প্রদান কর এবং ছালাত আদায়কারীদের সাথে ছালাত আদায় কর’ *(বাক্বারাহ ৪৩)*।

তৃতীয় রুকন : যাকাত

কোন মুসলিম ব্যক্তির কাছে নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদ থাকলে তাকে যাকাত প্রদান করতে হয়। এই যাকাত গরীব, মিসকীন বা অনুরূপ ব্যক্তিদের প্রদান করতে হয়।

দলীল : আল্লাহ বলেন,

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

‘তোমরা ছালাত কায়েম কর ও যাকাত আদায় কর এবং রুকূকারীদের সাথে রুকূ কর’ *(বাক্বারাহ ৪৩)*।

চতুর্থ রুকন : ছিয়াম

রামাযান মাসে পূর্ণ এক মাস ছিয়াম পালন করা ফরয। ছিয়াম পালন আল্লাহভীতি অর্জনের অন্যতম মাধ্যম।

দলীল : আল্লাহ বলেন,

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

‘হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের উপর ছিয়াম ফরয করা হ’ল, যেমন তা ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর। যাতে তোমরা আল্লাহভীরু হ’তে পার’ *(বাক্বারাহ ১৮৩)*।

পঞ্চম রুকন : হজ্জ

পবিত্র মক্কা নগরীতে অবস্থিত কাবা ঘর এবং এর পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহে ইহরাম পরিধান করে নির্দিষ্ট নিয়মে যে ইবাদত পালন করা হয়, তারই নাম হজ্জ। কোন সক্ষম মুসলিমের জন্য জীবনে একবার হজ্জ পালন করা ফরয।

দলীল : আল্লাহ বলেন,

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

'মানুষের জন্য আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে ঐ গৃহের হজ্জ করা অবশ্য কর্তব্য, যার সেখানে যাওয়ার সামর্থ্য রয়েছে' *(আলে ইমরান ৯৭)*।

অনুশীলনী

১. এক কথায় উত্তর দাও :

(ক) আরকানুল ইসলাম অর্থ কী?

(খ) ইসলামের রুকন কয়টি?

(গ) ছালাত কত নং রুকন?

(ঘ) পঞ্চম রুকনটি কি?

(ঙ) ছিয়াম পালনের মৌলিক উদ্দেশ্য কী?

২. সংক্ষেপে উত্তর দাও :

(ক) ইসলামের রুকনগুলো ক্রমানুসারে উল্লেখ কর।

(খ) ইসলামের প্রথম রুকনটি দলীলসহ উল্লেখ কর।

(গ) ইসলামের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত কী? দলীলসহ লেখ।

(ঘ) যাকাত কাদেরকে প্রদান করতে হয়? যাকাতের দলীল লেখ।

(ঙ) ফরয ছিয়াম কত দিন রাখতে হয়? ছিয়াম ফরযের দলীল দাও।

(চ) হজ্জ পালনের শর্ত কী ও তা কোথায় পালন করতে হয়?

Contents

তৃতীয় পাঠ : আরকানুল ঈমান বা

ঈমানের মূল স্তম্ভসমূহ

ঈমানের রুকন ৬টি। এগুলোকে 'আরকানুল ঈমান' বা বিশ্বাসের মূল স্তম্ভসমূহ বলা হয়।

ঈমান সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেন, أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ 'ঈমান হ'ল তুমি আল্লাহ্র প্রতি, তাঁর ফেরেশতাদের প্রতি, তাঁর কিতাবসমূহের প্রতি, তাঁর রাসূলগণের প্রতি, শেষ দিবসের প্রতি এবং তাক্বদীরের ভাল-মন্দের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে' *(ছহীহ মুসলিম হা/৯)*।

এই ছয়টি বিষয়ের উপর পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করা ব্যতীত কোন ব্যক্তি মুসলমান হ'তে পারে না। আল্লাহ বলেন, وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا 'আর যে ব্যক্তি আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাগণ, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রাসূলগণ এবং শেষ দিবসকে অস্বীকার করবে, সে ঘোর বিভ্রান্তিতে পতিত হবে' *(আন-নিসা ১৩৬)*।

ঈমানের ৬টি রুকন নিম্নরূপ :

প্রথম রুকন

আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস (الإيمان بالله)

ঈমানের প্রথম রুকন হ'ল আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস। সমগ্র সৃষ্টিজগতের সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, রিযিকদাতা, জীবন ও মৃত্যুদাতা, আইন ও বিধানদাতা হ'লেন আল্লাহ। তাঁকে সর্বক্ষেত্রে একক রব ও ইলাহ হিসাবে বিশ্বাস করা ঈমানের মূল স্তম্ভ। আল্লাহ বলেন, فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ 'সুতরাং তুমি জেনে রাখ যে, আল্লাহ ছাড়া কোন (সত্য) ইলাহ নেই' *(মুহাম্মাদ ১৯)*।

মানুষের যাবতীয় চাওয়া-পাওয়া ও কামনা-বাসনা একমাত্র তাঁর কাছেই পেশ করতে হয়। এজন্য আমরা প্রতি ছালাতে বলি- إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ 'আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি এবং তোমারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি' *(সূরা আল-ফাতিহা ৪)*।

তিনি ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি বা বস্তুর ইবাদত বা উপাসনা করা শিরক। আর শিরক সবচেয়ে বড় পাপ। কেননা আল্লাহ আমাদেরকে একমাত্র তাঁরই ইবাদত করার জন্য প্রেরণ করেছেন। আল্লাহ বলেন, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ‘এবং আমি জিন ও মানব জাতিকে একমাত্র আমার ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছি’ *(সূরা আয-যারিয়াত ৫৬)*।

তিনিই একমাত্র বিধানদাতা। আমাদেরকে কেবল তাঁর দেয়া ধর্ম ও বিধানই মানতে হয়। আল্লাহ বলেন, أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ‘সাবধান! সৃষ্টি ও আদেশের মালিক কেবল তিনিই। বিশ্বপালক আল্লাহ বরকতময়’ *(সূরা আল-আ'রাফ ৫৪)*।

দ্বিতীয় রুকন

ফেরেশতাদের প্রতি বিশ্বাস (الإيمان بالملائكة)

ফেরেশতা আল্লাহ্‌র এক বিশেষ সৃষ্টি, যাদেরকে আমরা দেখি না। আল্লাহ্‌র ইবাদত করা এবং তাঁর নির্দেশ পালনের জন্যই তাদের সৃষ্টি করা হয়েছে। তাঁদের মাধ্যমেই আল্লাহ নবী-রাসূলদের নিকট অহী প্রেরণ করেন। মূলতঃ ফেরেশতারা আল্লাহর পক্ষ থেকে যমীন ও আসমানে বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করেন। যেমন মানুষের শরীরে রূহ ফুঁকে দেয়া, রূহ কবয করা, মানুষের আমলনামা লিপিবদ্ধ করা, মানুষকে বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করা প্রভৃতি। চারজন প্রসিদ্ধ ফেরেশতা হচ্ছেন-জীব্রীল, মীকাঈল, ইস্রাফীল ও মালাকুল মাওত।

তাঁদের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা ঈমানের অন্যতম স্তম্ভ। আল্লাহ বলেন, آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ ‘রাসূল (মুহাম্মাদ) তার রবের পক্ষ থেকে নাযিলকৃত বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস রাখেন এবং মুমিনগণও (সে বিশ্বাস রাখে)। তারা সকলেই বিশ্বাস পোষণ করে আল্লাহ্‌র উপর, তাঁর ফেরেশতাগণের উপর, তাঁর প্রেরিত কিতাব সমূহের উপর এবং তাঁর রাসূলগণের উপর’ *(সূরা আল-বাক্বারা ২৮৫)*।

তৃতীয় রুকন

আসমানী কিতাবসমূহের প্রতি বিশ্বাস (الإيمان بالكتب)

আসমানী কিতাব হ'ল আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে প্রেরিত কিতাব, যা তিনি তাঁর নবী-রাসূলদের প্রতি নাযিল করেছেন। মানবজাতির হেদায়াতের জন্য যুগে যুগে আল্লাহ্‌র প্রেরিত এই সকল আসমানী কিতাবের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা ঈমানের স্তম্ভ।

আসমানী কিতাব মোট ১০৪টি। এর মধ্যে মূসা (আঃ)-এর প্রতি তওরাত, দাঊদ (আঃ)-এর প্রতি যাবূর, ঈসা (আঃ)-এর প্রতি ইঞ্জীল এবং সর্বশেষ আমাদের নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর প্রতি নাযিল হয় আল-কুরআন। আল্লাহ্‌র কিতাব হিসাবে সকল আসমানী কিতাবের উপরই বিশ্বাস স্থাপন করা আবশ্যক। তবে অনুসরণ করতে হবে একমাত্র আল-কুরআন। কেননা আল-কুরআন আল্লাহ্‌র নাযিলকৃত সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ কিতাব। আল-কুরআন নাযিলের পর পূর্ববর্তী সকল কিতাব রহিত হয়ে গেছে।

আল্লাহ বলেন, وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ 'আর এই কিতাব (আল-কুরআন) আমরা নাযিল করেছি যা বরকতমণ্ডিত। সুতরাং তোমরা এর (আদেশ-নিষেধসমূহ) অনুসরণ কর এবং (এর বিরুদ্ধাচরণ থেকে) ভয় কর, যাতে তোমরা অনুগ্রহ প্রাপ্ত হ'তে পার' *(সূরা আল-আন'আম ৬/১৫৫)*।

চতুর্থ রুকন

নবী-রাসূলগণের প্রতি বিশ্বাস (الإيمان بالرسل)

নবী-রাসূলগণ হ'লেন আল্লাহ্‌র মনোনীত বান্দা। আল্লাহ তা'আলা মানুষ সৃষ্টি করে তাদের হেদায়াতের জন্য যুগে যুগে নবী-রাসূলগণকে প্রেরণ করেছেন। তাঁরা মানুষকে এক আল্লাহ্‌র ইবাদতের প্রতি আহ্বান জানাতেন এবং তাঁর অবাধ্যতা থেকে বেঁচে থাকতে বলতেন। আল্লাহ বলেন, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ 'প্রত্যেক সম্প্রদায়ের নিকট আমরা রাসূল প্রেরণ করেছি এই মর্মে যে, তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর এবং ত্বাগূত (আল্লাহ ব্যতীত যা কিছুর ইবাদত করা হয়) থেকে দূরে থাক' *(নাহল ১৬/৩৬)*।

নবী-রাসূলগণের মোট সংখ্যা ১ লক্ষ ২৪ হাজার। যারা নতুন আসমানী কিতাব ও শরী'আত নিয়ে আগমন করেছিলেন, তাদেরকে রাসূল বলা হয়। তাঁদের সংখ্যা ছিল ৩২৫ জন। আর যারা পূর্ববর্তী রাসূলগণের শরী'আতকে প্রচার করেছিলেন, তাঁদেরকে নবী বলা হয়। তাঁদের প্রতি ঈমান আনা সকল মুমিনের উপরে অবশ্য কর্তব্য।

কুরআন মাজীদে ২৫ জন নবী-রাসূলের কথা বর্ণিত হয়েছে। যেমন আদম (আঃ), নূহ (আঃ), ইবরাহীম (আঃ), ইসমাঈল (আঃ), ইউসুফ (আঃ), দাঊদ (আঃ), সুলায়মান (আঃ), মূসা (আঃ), ঈসা (আঃ) ও মুহাম্মাদ (ছাঃ) প্রমুখ। প্রথম নবী ছিলেন আদম (আঃ) এবং সর্বশেষ নবী ছিলেন মুহাম্মাদ (ছাঃ)।

আমাদের নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) হলেন সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী। তাঁর পরে আর কোন নবী ও রাসূল আসবেন না। আমরা তাঁরই উম্মত। তাঁর অনুসরণ ও আনুগত্য করা জান্নাত লাভের মাধ্যম। তাঁর অনুসরণ না করে কেউ ঈমানদার হ'তে পারে না। তেমনি তাঁর দেখানো পদ্ধতিতে আমল না করলে আমলও কবুল হয় না।

আল্লাহ বলেন, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا 'আর রাসূল তোমাদেরকে যা কিছু প্রদান করেন, তা তোমরা গ্রহণ কর এবং যা থেকে তোমাদেরকে নিষেধ করেন, তা থেকে বিরত থাক' *(হাশর ৫৯/৭)*।

পঞ্চম রুকন

আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস (الإيمان بالآخرة)

আখেরাত অর্থ পরকাল তথা মৃত্যুর পরের জীবন। ইহজীবনের শেষেই পরজীবনের শুরু। মৃত্যুর পরে মানুষকে যখন কবরে রাখা হয়, তখন থেকেই তার আখেরাতের জীবন শুরু হয়। দুনিয়ার জীবন অস্থায়ী। পরকাল বা আখেরাতের জীবন স্থায়ী।

কবরে অবস্থানের পর ক্বিয়ামত তথা বিচার দিবসে মানুষকে পুনর্জীবন দান করা হবে। সেদিন আল্লাহ মানুষের আমলনামার হিসাব-নিকাশ গ্রহণ করবেন। অতঃপর যারা পৃথিবীর জীবনে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিধানকে অনুসরণ করেছে, তারা জান্নাত লাভ করবে এবং যারা অবাধ্যতা করবে তারা জাহান্নামে যাবে। আল্লাহ বলেন, كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ

أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ 'প্রত্যেক প্রাণীই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে এবং ক্বিয়ামতের দিন তাদেরকে পরিপূর্ণভাবে প্রতিদান দেয়া হবে। অতঃপর যাকে জাহান্নাম থেকে দূরে রাখা হবে ও জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে, সে ব্যক্তি সফলকাম হবে'।

ফেরেশতা ইসরাফীল (আঃ) প্রথমে শিঙ্গায় ফুঁক দিলে পৃথিবী ধ্বংস হবে। তাঁর দ্বিতীয় ফুঁকে কবরবাসী মানুষ হাশরের মাঠে উপস্থিত হবে। অতঃপর আমলনামার হিসাব-নিকাশ হবে। যাদের সৎকর্ম বেশী হবে তারা পুলসিরাত অতিক্রম করে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যাদের মন্দকর্ম বেশী হবে তারা পুলসিরাত পার হ'তে পারবে না। বরং সেখান থেকে তারা জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।

ক্বিয়ামত দিবস তথা আখেরাতের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা আবশ্যক। আল্লাহ বলেন, وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ 'আর আখেরাতের প্রতি তারা বিশ্বাস রাখে' *(বাক্বারাহ ৪)*।

ষষ্ঠ রুকন

তাক্বদীরের প্রতি বিশ্বাস (الإيمان بالقدر)

তাক্বদীর হ'ল ভাগ্যের লিখন। অর্থাৎ বান্দার জীবনে যা কিছু ভাল ও খারাপ ঘটবে, তা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে পূর্বনির্ধারিত। আল্লাহ বলেন, إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ 'নিশ্চয়ই আমি সবকিছুই সৃষ্টি করেছি নির্ধারিত পরিমাপে' *(সূরা আল-ক্বামার ৪৯)*।

তাক্বদীরে বিশ্বাস অর্থ এই ঈমান রাখা যে, (১) আল্লাহ সৃষ্টির আদি-অন্ত সকল কিছু সম্পর্কে জানেন। (২) আল্লাহ লওহে মাহফূযে সবকিছু লিখে রেখেছেন। (৩) পৃথিবীতে যা কিছুই হয়, তা আল্লাহ্‌র জ্ঞান ও ইচ্ছার বাইরে ঘটে না। (৪) এই জগতের সকল কিছুর রূপ ও বৈশিষ্ট্য আল্লাহ্‌র সৃষ্টি।

একজন মুমিনের জন্য তাক্বদীরের ভাল ও মন্দের উপর বিশ্বাস রাখা আবশ্যক। এই বিশ্বাস তাকে কষ্টে ও বিপদে সান্ত্বনা দেয় এবং সৎকর্মে অবিচল রাখে। আল্লাহ বলেন, لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ '(তাক্বদীরের লিখন এই জন্য যে) তোমরা যা

হারিয়েছ তাতে যেন তোমরা বিমর্ষ না হও এবং যা তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন তার জন্য (অহংকারে মত্ত হয়ে) আনন্দিত না হও' *(সূরা আল-হাদীদ ২৩)*।

তাক্বদীরের জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ্র কাছেই রয়েছে। তাই তাক্বদীর নিয়ে তর্ক-বিতর্ক করা নিষিদ্ধ। বরং আল্লাহ্র প্রতি সর্বদা ভরসা রাখতে হবে এবং কৃতজ্ঞতা ও ধৈর্য সহকারে সৎ আমল করে যেতে হবে।

অনুশীলনী

১. এক কথায় উত্তর দাও :

(ক) আরকানুল ঈমান অর্থ কী?

(খ) আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস কত নং রুকন?

(গ) সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূলের নাম কী?

(ঘ) নবী-রাসূলগণের মোট সংখ্যা কত?

(ঙ) নবী ও রাসূলগণের প্রতি ঈমান আনা কী?

(চ) তাক্বদীরের জ্ঞান একমাত্র কার কাছে রয়েছে?

(ছ) জান্নাত লাভ করতে হ'লে কার অনুসরণ করতে হবে?

(জ) ঈমানের রুকন কয়টি?

(ঝ) ষষ্ঠ রুকন কোনটি?

(ঞ) 'আখেরাত' অর্থ কী?

২. সংক্ষেপে উত্তর দাও :

(ক) ঈমানের রুকনগুলো ক্রমানুসারে উল্লেখ কর।

(খ) ঈমানের প্রথম রুকনটি দলীলসহ উল্লেখ কর।

(গ) ফেরেশতা কারা? তাদের উপর কী ঈমান আনতে হবে? দলীলসহ লেখ।

(ঘ) আসমানী কিতাব বলতে কী বুঝ?

(ঙ) নবী ও রাসূলের মধ্যে পার্থক্য কী? কুরআনে কতজন নবীর নাম এসেছে? লেখ।

(চ) সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল কে? কার দেখানো পদ্ধতিতে আমল করতে হবে? দলীলসহ লেখ।

(ছ) আখেরাত অর্থ কী? ফেরেশতা ইসরাফীল শিঙ্গায় ফুঁক দিলে কী ঘটবে?

(জ) তাক্বদীর অর্থ কী? তাক্বদীরে বিশ্বাস রাখার অর্থ কি?

চতুর্থ পাঠ

তাওহীদ (التوحيد)

আল্লাহকে এক বলে জানা এবং একমাত্র তাঁর সন্তুষ্টির জন্যই সকল ইবাদত করাকে 'তাওহীদ' বলা হয়। তাওহীদ ব্যতীত কেউ প্রকৃত মুসলিম হ'তে পারে না। জিন ও মানবজাতি সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য এটাই। সকল নবী ও রাসূলকে আল্লাহ তাওহীদ প্রতিষ্ঠার জন্য পাঠিয়েছিলেন।

তাওহীদ তিন প্রকার :

(১) **তাওহীদে রবূবিয়্যাত** : অর্থাৎ আল্লাহকে একমাত্র সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা ও বিশ্বজগতের মালিক হিসাবে বিশ্বাস করা।

দলীল : আল্লাহ বলেন, فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ 'অতএব তুমি জেনে রাখ যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই' *(মুহাম্মাদ ১৯)*।

আল্লাহতে অবিশ্বাসী নাস্তিক ব্যতীত পৃথিবীর সকল মানুষ আল্লাহকে রব হিসাবে স্বীকার করে। যেমন আল্লাহ বলেন, وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ 'যদি তুমি তাদের জিজ্ঞেস কর আসমান ও যমীন কে সৃষ্টি করেছে? তারা অবশ্যই বলবে 'আল্লাহ' *(লোক্বমান ২৫)*।

কিন্তু আল্লাহকে কেবল রব হিসাবে স্বীকৃতি দেয়াই মুসলিম হওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়। বরং তাওহীদের অন্যান্য প্রকার সমূহের উপরও ঈমান আনতে হবে।

(২) **তাওহীদে আসমা ওয়া ছিফাত** : অর্থাৎ আল্লাহ্র যে সকল নাম ও গুণাবলী পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে বর্ণিত হয়েছে, তা হুবহু বিশ্বাস করা এবং সে সকল নাম ও গুণাবলী আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো জন্য সাব্যস্ত না করা। আল্লাহ্র শতাধিক গুণবাচক নাম রয়েছে। যাকে ' আল-আসমাউল হুস্না' বলা হয়।

দলীল : আল্লাহ বলেন, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ 'আর আল্লাহ্র জন্য রয়েছে সুন্দর নাম সমূহ। সে নামেই তোমরা

তাঁকে ডাক এবং তাঁর নাম সমূহে যারা বিকৃতি ঘটিয়েছে তাদেরকে তোমরা পরিত্যাগ কর। সত্বর তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের প্রতিফল দেওয়া হবে' *(আল-আ'রাফ ৭/১৮০)*।

পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে আল্লাহ্র ৯৯টিরও অধিক সুন্দর নাম ও গুণাবলী পাওয়া যায়। যেমন :

اَلْخَالِقُ - সৃষ্টিকর্তা। اَلْعَلِيْمُ -মহাজ্ঞানী। اَلْحَكِيْمُ - প্রজ্ঞাময়। اَلرَّزَّاقُ - রিযিকদাতা। اَلرَّحْمَنُ -পরম করুণাময়। اَلرَّحِيْمُ -অতি দয়ালু। اَلْقَدِيْرُ -সর্বশক্তিমান। اَلْعَزِيْزُ -পরাক্রমশালী। اَلْبَصِيْرُ - সর্বদ্রষ্টা। اَلسَّمِيْعُ -সর্বশ্রোতা।

(৩) **তাওহীদে উলূহিয়্যাত** : অর্থাৎ আল্লাহকে একমাত্র হক্ব মা'বূদ বা উপাস্য হিসাবে গ্রহণ করা এবং একমাত্র তাঁরই জন্য সকল ইবাদত করা। একে তাওহীদে ইবাদতও বলা হয়।

দলীল : আল্লাহ বলেন, إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ 'আমরা একমাত্র আপনারই ইবাদত করি এবং একমাত্র আপনারই সাহায্য প্রার্থনা করি' *(আল-ফাতিহা ৪)*।

তিনি আরও বলেন, قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ 'বল, নিশ্চয় আমার সালাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও আমার মৃত্যু আল্লাহ্র জন্য, যিনি জগতসমূহের রব' *(আন'আম ১৬২)*।

অনুশীলনী

১. এক কথায় উত্তর দাও :

(ক) তাওহীদ অর্থ কী?
(খ) তাওহীদে রবূবিয়্যাত অর্থ কী?
(গ) 'আসমাউল হুস্না' কী?
(ঘ) ইবাদত অর্থ কী?
(ঙ) জিন ও ইনসান সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য কী?

২. সংক্ষেপে উত্তর দাও :

(ক) তাওহীদ কাকে বলে?
(খ) তাওহীদ কত প্রকার ও কী কী?
(গ) ইবাদত কাকে বলে?
(ঘ) তাওহীদের গুরুত্ব কী?

পঞ্চম পাঠ

কালেমা শাহাদাতের গুরুত্ব

কালেমা শাহাদাত একনিষ্ঠভাবে পাঠ করা ইসলামে প্রবেশের মূল শর্ত। এজন্য কালেমা শাহাদাত পাঠ করা এবং এর মর্ম যথাযথভাবে অনুধাবন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই কালেমার দু'টি অংশ রয়েছে। এই দু'টি অংশের ব্যাখ্যা নিম্নরূপ :

لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ - এর অর্থ

لَا إِلَٰهَ 'অর্থ নেই কোন সত্য ইলাহ'। অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতীত অন্য যে সকল মূর্তি, প্রতিমা, গাছ, তারকা প্রভৃতি যত কিছুরই ইবাদত করা হয়, সবই বাতিল। এই অংশ দ্বারা আল্লাহ ব্যতীত অন্য যে কোন জিনিসের ইবাদতকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

إِلَّا اللهُ অর্থ 'আল্লাহ ছাড়া' অর্থাৎ সকল ইবাদত কেবলমাত্র আল্লাহ্র জন্যই। তাঁর কোন শরীক নেই। তিনি ব্যতীত কেউই ইবাদত পাওয়ার হক্বদার নয়। এই অংশ দ্বারা সকল ইবাদতকে কেবল আল্লাহ্র জন্যই সীমাবদ্ধ করা হয়েছে।

مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ - এর অর্থ

এর অর্থ এই বিশ্বাস স্থাপন করা যে, 'নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ (ছাঃ) আল্লাহ্র প্রেরিত রাসূল'। অর্থাৎ তিনি যা আদেশ করেন তার অনুসরণ করা এবং তিনি যা থেকে নিষেধ করেছেন তা বর্জন করা। আর তিনি যে পদ্ধতিতে ইবাদত শিখিয়েছেন তা ব্যতীত অন্য কোন পদ্ধতিতে ইবাদত না করা।

অনুশীলনী

১. এক কথায় উত্তর দাও :

(ক) ইসলামে প্রবেশের মূল শর্ত কী? (খ) কালেমার কয়টি অংশ রয়েছে?

(গ) আল্লাহ ব্যতীত অন্য কিছুর ইবাদত কি গ্রহণযোগ্য?

(ঘ) আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ কি ইবাদত পাওয়ার হক্বদার?

(ঙ) রাসূল (ছাঃ)-এর দেখানো পদ্ধতি ভিন্ন অন্য কোন পদ্ধতিতে ইবাদত করা যাবে কি?

২. সংক্ষেপে উত্তর দাও :

(ক) কালেমা শাহাদাতের গুরুত্ব কী? (খ) 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ'-এর ব্যাখ্যা লেখ।

(গ) 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'-এর ব্যাখ্যা লেখ।

ষষ্ঠ পাঠ : ঈমান ভঙ্গকারী বিষয়

(১) শিরক (الشرك)

শাব্দিক অর্থ : শরীক করা বা অংশীদার সাব্যস্ত করা।

পারিভাষিক অর্থ : আল্লাহ্‌র সাথে অন্যকে শরীক করা। যে শিরক করে তাকে 'মুশরিক' বলা হয়। শিরক হ'ল তাওহীদের বিপরীত। তওবা ব্যতীত শিরকের গুনাহ ক্ষমা হয় না *(নিসা ৪৮, ১১৬)*। মুশরিকের জন্য আল্লাহ জান্নাতকে হারাম ঘোষণা করেছেন *(মায়েদাহ ৭২)*।

অতএব কেবল ঈমান আনাই যথেষ্ট নয়, বরং জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেতে হ'লে শিরক থেকে দূরে থাকা আবশ্যক। আল্লাহ বলেন, الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ 'যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের ঈমানকে যুলম (শিরক) দ্বারা কলুষিত করেনি, তাদের জন্যই রয়েছে নিরাপত্তা এবং তারাই সুপথপ্রাপ্ত' *(আন'আম ৮২)*।

শিরকের প্রকারভেদ :

শিরক দুই প্রকার : (ক) 'শিরকে আকবার' বা বড় শিরক। (খ) 'শিরকে আছগার' বা ছোট শিরক।
(ক) শিরকে আকবার : যেমন-

(১) আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে অদৃশ্য (গায়েবী) জ্ঞানের অধিকারী মনে করা।

(২) আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে যিকর করা বা ধ্যান করা ইত্যাদি।

(৩) আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে সিজদা করা।

(৪) অন্যের নামে যবহ করা।

(৫) কবরপূজা, মূর্তিপূজা করা ইত্যাদি।

(৬) কারু সম্মানে দাঁড়িয়ে নীরবতা পালন করা।

(৭) পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে বর্ণিত বিধানের পরিবর্তে কোন ইমাম, মুফতী, পীর-আউলিয়া বা শাসনকর্তার আদেশ-নিষেধ ও বিধান সমূহের প্রতি অধিক ভালোবাসা রাখা ও তদনুযায়ী আমল করা ইত্যাদি।

(খ) শিরকে আছগার : যেমন-

(১) রিয়া বা লোক দেখানো আমল করা।

(২) যদি এই কুকুরটা না থাকত, তাহ'লে বাড়িতে চোর আসত'-এ জাতীয় কথা বলা।

(৩) 'যদি আল্লাহ না থাকতেন ও অমুক না থাকত' 'উপরে আল্লাহ নীচে আপনি'-এরূপ বলা ইত্যাদি।

অনুশীলনী

১. এক কথায় উত্তর দাও :

(ক) শিরকের শাব্দিক অর্থ কী? (খ) যে শিরক করে তাকে কি বলা হয়?

(গ) তাওহীদের বিপরীত কী? (ঘ) কবরপূজা, মূর্তিপূজা করা কী?

(ঙ) কারো সম্মানে দাঁড়িয়ে নীরবতা পালন করা কী?

(চ) আল্লাহ ব্যতীত কেউ গায়েব জানে কি?

২. সংক্ষেপে উত্তর দাও :

(ক) শিরক সম্পর্কে কি জান? (খ) শিরকের পাপ কিভাবে ক্ষমা হবে?

(গ) জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেতে কি থেকে দূরে থাকা আবশ্যক? দলীল দাও।

(ঘ) শিরক কত প্রকার ও কী কী? (ঙ) শিরকে আকবারের ৫টি উদাহরণ দাও।

(চ) শিরকে আছগারের ২টি উদাহরণ দাও।

৩. শূন্যস্থান পূরণ কর :

(ক) মুশরিকের জন্য .... হারাম।

(খ) .... বা লোক দেখানো আমল .... ।

(গ) .... ব্যতীত অন্যের নামে ...... করা শিরক।

৪. সঠিক উত্তরটি বাছাই কর :

(১) পশু কার নামে যবেহ করতে হবে?

(ক) আল্লাহ্‌র নামে। (খ) পীরের নামে। (গ) মূর্তির নামে।

(২) নীচের কোনটি বড় শিরক?

(ক) কবরপূজা। (খ) রিয়া বা লোক দেখানো আমল।

(গ) যদি ডাক্তার না আসত, তবে সে মারা যেত-এমন বলা।

(১) কুফর (الكفر)

শাব্দিক অর্থ : অস্বীকার করা বা গোপন করা।

পারিভাষিক অর্থ : আল্লাহ বা তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান না আনা কিংবা ইসলামের কোন বিধি-নিষেধ অস্বীকার করাকে কুফর বলা হয়।

কুফর হ'ল ঈমানের বিপরীত। যে ব্যক্তি কুফরী করে তাকে কাফির বলা হয়। আর কাফির ব্যক্তি চিরস্থায়ীভাবে জাহান্নামী হবে। আল্লাহ বলেন, وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ 'আর যারা কুফরী করেছে এবং আমার নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা মনে করেছে, তারা জাহান্নামের অধিবাসী। সেখানে তারা চিরস্থায়ীভাবে থাকবে' *(বাক্বারাহ ৩৯)*।

কুফরের প্রকারভেদ :

কুফর দুই প্রকার : (ক) কুফরে আকবার বা বড় কুফর। (খ) কুফরে আছগার বা ছোট কুফর।

(ক) কুফরে আকবার : যেমন- আল্লাহ বা তাঁর রাসূলের নামে কটূক্তি করা, ইসলাম বা কুরআনকে অবজ্ঞা করা, ইসলামের কোন প্রতিষ্ঠিত বিধানকে অস্বীকার করা প্রভৃতি।

(খ) কুফরে আছগার : যেমন- কোন মুসলমানকে হত্যা করা, অলসতা বা উদাসীনতাবশতঃ ইসলামের কোন বিধান বাস্তবায়ন না করা প্রভৃতি।

অনুশীলনী

১. এক কথায় উত্তর দাও :

(ক) কুফরের শাব্দিক অর্থ কী? (খ) যে কুফরী করে তাকে কী বলা হয়?
(গ) কুফর কিসের বিপরীত? (ঘ) কুফরে আকবার অর্থ কী?
(ঙ) আল্লাহ বা তাঁর রাসূলের নামে কটূক্তি করা কী?

২. সংক্ষেপে উত্তর দাও :

(ক) কুফরের পারিভাষিক অর্থ কী? (খ) কাফির ব্যক্তির পরিণাম কী? দলীল দাও।
(গ) কুফর কত প্রকার ও কী কী? (ঘ) কুফরে আকবারের ২টি উদাহরণ দাও।
(ঙ) কুফরে আছগারের ২টি উদাহরণ দাও।

(৩) নিফাক (النفاق)

শাব্দিক অর্থ : গোপন করা বা আড়াল করা।

পারিভাষিক অর্থ : বাহ্যিকভাবে নিজেকে ঈমানদার দাবী করা; কিন্তু অন্তরে কুফরী লুকিয়ে রাখাকে নিফাক বলা হয়।

নিফাক হ'ল ঈমান এবং ইখলাছের বিপরীত। যে ব্যক্তি নিফাকী করে তাকে 'মুনাফিক' বলা হয়। মুনাফিক ব্যক্তি অতীব নিকৃষ্ট। এজন্য সে জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে থাকবে। আল্লাহ বলেন, إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ 'নিশ্চয়ই মুনাফিকরা জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে অবস্থান করবে' *(আন-নিসা ১৪৫)*।

নিফাকের প্রকারভেদ :

নিফাক দুই প্রকার : (ক) নিফাকে আকবার বা বড় নিফাক। (খ) নিফাকে আছগার বা ছোট নিফাক।

(ক) নিফাকে আকবার : যেমন- মুখে ঈমান ও ইসলামের কথা বলা আর অন্তরে কুফরী গোপন রাখা। রাসূল (ছাঃ)-এর যুগে এই প্রকার নিফাক ছিল।

(খ) নিফাকে আছগার : অর্থাৎ আমলগত নিফাক। রাসূল (ছাঃ) মুনাফিকের ৪টি আলামত উল্লেখ করেছেন। যেমন- (ক) আমানতের খেয়ানত করা, (খ) মিথ্যা কথা বলা, (গ) অঙ্গীকার ভঙ্গ করা, (ঘ) ঝগড়া করলে অশ্লীল গালি-গালাজ করা।

অনুশীলনী

১. এক কথায় উত্তর দাও :

(ক) নিফাকের শাব্দিক অর্থ কী?
(খ) যে নিফাকী করে তাকে কি বলা হয়?
(গ) নিফাক কিসের বিপরীত?
(ঘ) মিথ্যা কথা বলা কিসের আলামত?

২. সংক্ষেপে উত্তর দাও :

(ক) নিফাকের পারিভাষিক অর্থ কী?
(খ) মুনাফিক ব্যক্তির পরিণাম কী?
(গ) নিফাক কত প্রকার ও কী কী?
(ঘ) নিফাকে আকবার কী?
(ঙ) নিফাকে আছগারের উদাহরণ দাও।

সপ্তম পাঠ : যরূরী জ্ঞাতব্য বিষয়

(১) সুন্নাত (السنة)

শাব্দিক অর্থ : পথ বা পদ্ধতি।

পারিভাষিক অর্থ : রাসূল (ছাঃ)-এর শরী'আত বিষয়ক সকল কথা, কর্ম ও মৌন সম্মতিকে 'সুন্নাত' বলে। প্রচলিত অর্থে সুন্নাত বলতে 'সুন্নাতে নববী' বা 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সুন্নাত' বুঝানো হয়।

হাদীছ ও সুন্নাত মূলতঃ একই অর্থ বহন করে। কেননা হাদীছ হ'ল রাসূল (ছাঃ)-এর বাণী। আর যখন তা কর্মে বাস্তবায়িত হয়, তখন তাকে সুন্নাত বলা হয়। ইসলামের প্রতিটি আমল রাসূল মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর দেখানো পথ তথা সুন্নাত অনুযায়ী পালন করতে হয়। নতুবা আমল বরবাদ হয়ে যাবে। আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্‌র আনুগত্য কর এবং রাসূলের আনুগত্য কর, আর তোমাদের আমলসমূহ বিনষ্ট করো না' *(মুহাম্মাদ ৩৩)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا: كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ 'আমি তোমাদের মাঝে দু'টি বস্তু রেখে যাচ্ছি। যদি তোমরা সেদু'টিকে আঁকড়ে ধর, তবে কখনই পথভ্রষ্ট হবে না। আর তা হ'ল আল্লাহর কিতাব এবং রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাত *(মুওয়াত্ত্বা, মিশকাত হা/১৮৬)*।

অনুশীলনী

১. এক কথায় উত্তর দাও :

(ক) সুন্নাত অর্থ কী?

(খ) প্রচলিত অর্থে সুন্নাত বলতে কী বুঝায়?

(গ) হাদীছ কী?

(ঘ) সুন্নাত ও হাদীছ কি একই অর্থ বহন করে?

(ঙ) হাদীছ যখন কর্মে বাস্তবায়িত হয়, তখন তাকে কি বলে?

২. সংক্ষেপে উত্তর দাও :

(ক) সুন্নাতের পারিভাষিক অর্থ কী?

(খ) সুন্নাত অনুসরণের দলীল দাও।

(গ) ইসলামের প্রতিটি আমল কার দেখানো পথে করতে হয় এবং কেন?

৩. সঠিক উত্তরটি বাছাই কর :

(১) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কথা, কর্ম ও মৌন সম্মতিকে কী বলে?

(ক) হাদীছ।

(খ) কুরআন।

(গ) আমল।

(২) রাসূল (ছাঃ) কোন দুটি বস্তু রেখে গেছেন?

(ক) হাদীছ ও সুন্নাত।

(খ) কুরআন ও হাদীছ

(গ) কুরআন ও শরী‘আত।

(১) বিদ‘আত (البدعة)

শাব্দিক অর্থ : নতুন সৃষ্টি, যার কোন পূর্ব দৃষ্টান্ত নেই।

পারিভাষিক অর্থ : ‘আল্লাহ্‌র ভালবাসা পাওয়ার উদ্দেশ্যে দ্বীনের মধ্যে নতুন কোন প্রথা চালু করা, যার কোন ছহীহ দলীল নেই। সুন্নাতের বিপরীত হ’ল বিদ‘আত। ইসলামী শরী‘আতের মধ্যে রাসূল (ছাঃ)-এর দেখানো পথ বা সুন্নাতের বিপরীতে নতুন কোন আমল তৈরী করা হ’লে তা বিদ‘আত হবে। যেমন মিলাদ, ক্বিয়াম, শবেবরাত প্রভৃতি। আর বিদ‘আতের পরিণাম জাহান্নাম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ‘সকল বিদ‘আতই ভ্রষ্টতা এবং সকল ভ্রষ্টতার পরিণামই জাহান্নাম’ *(নাসাঈ হা/১৫৭৮)*। তিনি আরও বলেছেন, مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَـذَا مَـا لَيْسَ مِنْهُ فَهُـوَ رَدٌّ ‘যে আমাদের এই দ্বীনের মধ্যে (নিজের পক্ষ থেকে) নতুন কিছু আবিষ্কার করল, যা এর অন্তর্ভুক্ত নয়; তা প্রত্যাখ্যাত’ *(বুখারী হা/২৬৯৭; মুসলিম হা/১৭১৮)*।

উল্লেখ্য যে, বিদ‘আতে হাসানাহ ও সায়্যিআহ (ভাল ও মন্দ বিদ‘আত) বলে বিদ‘আতকে ভাগ করা যাবে না।

অনুশীলনী

১. এক কথায় উত্তর দাও :

(ক) বিদ‘আত অর্থ কী?

(খ) সুন্নাতের বিপরীত কী?

(গ) বিদ‘আতকে ভাগ করা যাবে কী?

২. সংক্ষেপে উত্তর দাও :

(ক) বিদ‘আতের পারিভাষিক অর্থ কী?

(খ) বিদ‘আতের কিছু উদাহরণ দাও।

(গ) বিদ‘আতের পরিণাম কী? দলীলসহ লিখ।

৩. সঠিক উত্তরটি বাছাই কর :

(১) বিদ‘আতের পরিণাম কী?

(ক) জান্নাত।

(খ) জাহান্নাম।

(গ) উভয় জাহানের সফলতা।

(২) বিদ‘আত হ’ল-

(ক) কল্যাণকর।

(খ) কোনটি ভাল, কোনটি মন্দ।

(গ) সবই মন্দ ও ভ্রষ্টতা।

(৩) কোন বিদ‘আত গ্রহণযোগ্য?

(ক) বিদ‘আতে হাসানাহ।

(খ) বিদ‘আতে সায়্যিআহ।

(গ) কোন প্রকার বিদ‘আতই গ্রহণযোগ্য নয়।

Contents

চতুর্থ অধ্যায়

প্রথম পাঠ

ছালাতের গুরুত্ব ও ফযীলত

ইসলামের পাঁচটি ভিত্তির মধ্যে ছালাত অন্যতম। এটি ইসলামের দ্বিতীয় রুকন বা ভিত্তি। আল্লাহ তা'আলা কুরআনে অসংখ্য বার ছালাত আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন,

وَأَقِمِ الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ

'তোমরা ছালাত কায়েম কর। নিশ্চয়ই ছালাত অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে' *(সূরা আল-আনকাবূত ৪৫)*।

আমাদের প্রিয়নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) ছালাতের উপর গুরুত্ব দিয়ে বলেন, তোমরা তোমাদের সন্তানদের বয়স সাত বছর হ'লে তাদেরকে ছালাতের নির্দেশ দাও। আর দশ বছর হ'লে (অমনোযোগী হ'লে) তাদেরকে শাসন কর *(আবূদাঊদ হা/৪১৮)*।

ছালাত আদায়কারীদের আল্লাহ ভালবাসেন। ছালাত আমাদেরকে মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে। শরীর ও মন ভাল রাখে। কুরআন ও ছহীহ হাদীছে ছালাতের অনেক ফযীলত বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন : আল্লাহ বলেন,

وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ - أُولَئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ

'যারা ছালাতের ব্যাপারে যত্নবান, তারা জান্নাতে সম্মানিত হবে' *(সূরা আল-মা'আরিজ ৩৪-৩৫)*।

রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'আল্লাহ্র নিকট সর্বাধিক প্রিয় আমল হ'ল, সময়মত ছালাত আদায় করা' *(ছহীহ বুখারী হা/৪৯৬)*।

ছালাত আদায় না করার পরিণাম :

ছালাত আদায় করা ফরয। ইচ্ছা করে ছালাত পরিত্যাগ করা 'কুফরী' পর্যায়ভুক্ত মহাপাপ। অসুস্থ অবস্থাতেও ছালাত ত্যাগ যাবে না। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে (ইচ্ছাকৃতভাবে) ছালাত ছেড়ে দিল সে কুফরী কাজ করল' *(মুসলিম হা/৮২; মিশকাত হা/৫৬৯)*। সুতরাং প্রত্যেক মুসলিম পুরুষ ও নারীকে অবশ্যই দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় করতে হবে।

অনুশীলনী

১. এক কথায় উত্তর দাও :

(ক) ছালাত ইসলামের কত নং রুকন?

(খ) ছালাত কী থেকে বিরত রাখে?

(গ) ছালাত কিসের চাবী?

(ঘ) আল্লাহ্‌র নিকট সর্বাধিক প্রিয় আমল কী?

(ঙ) ফরয ছালাত পরিত্যাগ করা কী?

২. সংক্ষেপে উত্তর দাও :

(ক) ছালাত আদায়ের গুরুত্ব সম্পর্কে একটি আয়াত বল।

(খ) ছালাত আদায়ের নির্দেশ দিয়ে রাসূল (ছাঃ) কি বলেছেন?

(গ) ছালাতের ফযীলত সম্পর্কে কুরআনের আয়াতটির অর্থ লেখ।

(ঘ) ছালাত পরিত্যাগকারীর ব্যাপারে রাসূল (ছাঃ) কী বলেছেন?

৩. শূন্যস্থান পূরণ কর :

(ক) ছালাত ইসলামের ...... রুকন।

(খ) বয়স .... হ'লে ছালাতের নির্দেশ দিতে হয়।

(গ) ছালাত আদায়ের জন্য শাসন করতে হবে....... বয়সে।

(ঘ) যারা ছালাতে যত্নবান তারা ...... সম্মানিত হবে।

(ঙ) ছালাত পরিত্যাগ করা ....।
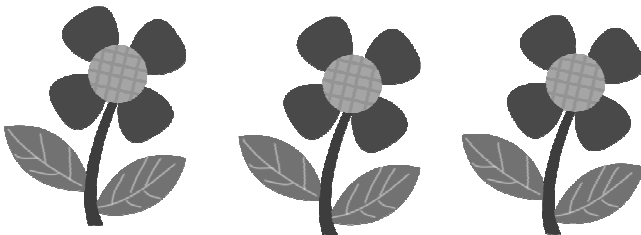
দ্বিতীয় পাঠ

ছালাতের ওয়াক্ত সমূহ

পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের জন্য নির্ধারিত সময় রয়েছে। নিম্নে ছালাতের ওয়াক্ত সমূহ উল্লেখ করা হ'ল।

(১) **ফজর :** 'ছুবহে ছাদিক' হ'তে সূর্যোদয়ের পূর্ব পর্যন্ত।

(২) **যোহর :** সূর্য পশ্চিম দিকে ঢললেই যোহরের ওয়াক্ত শুরু হয় এবং বস্তুর নিজস্ব ছায়ার এক গুণ হ'লে শেষ হয়।

(৩) **আছর :** বস্তুর মূল ছায়ার এক গুণ হওয়ার পর হ'তে আছরের ওয়াক্ত শুরু হয় এবং দু'গুণ হ'লে শেষ হয়। তবে কারণবশতঃ সূর্যাস্তের পূর্ব পর্যন্ত পড়া যায়।

(৪) **মাগরিব :** সূর্য অস্ত যাওয়ার পর থেকে মাগরিবের ওয়াক্ত শুরু হয় এবং সূর্যের লালিমা শেষ হওয়া পর্যন্ত বাকী থাকে।

(৫) এশা : মাগরিবের পর হ'তে এশার ওয়াক্ত শুরু হয় এবং মধ্যরাতে শেষ হয়। তবে কারণবশতঃ ফজরের পূর্ব পর্যন্ত পড়া যায়।

অনুশীলনী

১. এক কথায় উত্তর দাও :

(ক) দিবারাত্রি মোট কত ওয়াক্ত ছালাত ফরয?
(খ) যোহরের ওয়াক্ত কখন শুরু হয়?
(গ) আছরের ওয়াক্ত কখন শুরু হয়?
(ঘ) মাগরিবের ওয়াক্ত কখন শেষ হয়?
(ঙ) এশার ছালাতের ওয়াক্ত কখন শেষ হয়?

২. সংক্ষেপে উত্তর দাও :

(ক) পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের নাম বল।
(খ) এশার ছালাত কখন পড়তে হয়?
(গ) ফজরের ছালাত কখন পড়তে হয়?
(ঘ) আছর ছালাত কখন পড়তে হয়?

তৃতীয় পাঠ

ছালাতের রুকন ও ওয়াজিবসমূহ

ছালাতের রুকনসমূহ :

ছালাতের সময় যে সকল বিষয় পরিত্যাগ করলে ছালাত বাতিল হয়, সেগুলোকে ছালাতের রুকন বলা হয়। ছালাতের রুকনসমূহ নিম্নরূপ :

(১) ক্বিয়াম বা ছালাতের উদ্দেশ্যে দাঁড়ানো। (২) তাকবীরে তাহরীমা বলা। (৩) সূরা ফাতিহা পাঠ করা। (৪) রুকু‘ করা। (৫) সিজদা করা। (৬) তা‘দীলে আরকান বা ধীরস্থিরভাবে ছালাত আদায় করা। (৭) শেষ বৈঠকে বসা।

ছালাতের ওয়াজিবসমূহ :

ছালাতের ওয়াজিব হ’ল যে সকল কাজ ইচ্ছাকৃতভাবে ছেড়ে দিলে ছালাত বাতিল হয়ে যায় এবং ভুলক্রমে ছেড়ে দিলে ‘সিজদায়ে সহো’ দিতে হয়। যা ৮টি। যেমন :

১. ‘তাকবীরে তাহরীমা’ ব্যতীত অন্য সকল তাকবীর।

২. রুকূতে তাসবীহ পড়া। যেমন- কমপক্ষে *‘সুবহা-না রব্বিয়াল ‘আযীম’* বলা।

৩. রুকু‘র পর ক্বাওমার সময় দো‘আ পড়া তথা *‘সামি‘আল্লা-হু লিমান হামেদাহ’* বলা।

৪. ক্বওমার দো‘আ পড়া। যেমন- কমপক্ষে *‘রব্বানা লাকাল হাম্‌দ’* অথবা *‘আল্ল-হুম্মা রব্বানা লাকাল হাম্‌দ’* বলা।

৫. সিজদায় গিয়ে তাসবীহ পড়া। যেমন- কমপক্ষে *‘সুবহা-না রব্বিয়াল আ‘লা’* বলা।

৬. দুই সিজদার মাঝখানে স্থির হয়ে বসা ও মধ্যবর্তী দো‘আটি পাঠ করা।

৭. প্রথম বৈঠকে বসা ও ‘তাশাহহুদ’ পাঠ করা।

৮. সালামের মাধ্যমে ছালাত শেষ করা।

অনুশীলনী

১. এক কথায় উত্তর দাও :

(ক) ছালাতের রুকন কয়টি?

(খ) তাকবীরে তাহরীমা কী?

(গ) সূরা ফাতিহা পাঠ করা কি ছালাতের রুকন?

(ঘ) ছালাতের ওয়াজিবসমূহ কয়টি?

(ঙ) তা'দীলে আরকান অর্থ কি?

(চ) রুকু'র পর ক্বাওমার সময় কোন দো'আ পড়তে হয়?

২. সংক্ষেপে উত্তর দাও :

(ক) ছালাতের রুকন বলতে কী বুঝ?

(খ) ছালাতের রুকন কয়টি ও কী কী?

(গ) ছালাতের ওয়াজিবসমূহ বলতে কী বুঝ?

(ঘ) ছালাতের ওয়াজিবসমূহ কী কী?

৩. সঠিক উত্তরটি বাছাই কর :

১. ছালাতের রুকন কয়টি?

(ক) ৫টি।

(খ) ৮টি।

(গ) ৭টি।

(ঘ) ৩টি।

২. ছালাতের ওয়াজিব কয়টি?

(ক) ৩টি।

(খ) ৮টি।

(গ) ৭টি।

(ঘ) ৬টি।

চতুর্থ পাঠ

ছালাত বাতিলের কারণসমূহ

১. ছালাতরত অবস্থায় ইচ্ছাকৃতভাবে কিছু খাওয়া বা পান করা।

২. ইচ্ছাকৃতভাবে কথা বলা।

৩. ইচ্ছাকৃতভাবে 'আমলে কাছীর' বা বাহুল্য কাজ করা। যা দেখলে ধারণা হয় যে, সে ছালাতের মধ্যে নেই।

৪. ইচ্ছাকৃত বা বিনা কারণে ছালাতের কোন রুকন বা শর্ত পরিত্যাগ করা।

৫. ছালাতের মধ্যে অধিক হাসা।

অনুশীলনী

১. এক কথায় উত্তর দাও :

(ক) ছালাত বাতিলের কারণ কয়টি?

(খ) 'আমলে কাছীর' বলতে কী বুঝায়?

(গ) অধিক হাসলে ছালাত হবে কি?

২. সংক্ষেপে উত্তর দাও :

(ক) ছালাত বাতিলের কারণসমূহ কী কী?

৩. সঠিক উত্তরটি বাছাই কর :

১. ইচ্ছাকৃতভাবে ছালাতের কোন রুকন বা শর্ত পরিত্যাগ করলে-

(ক) ছালাত বাতিল হয়ে যায়।

(খ) ছালাতের কোন সমস্যা হয় না।

(গ) নেকী কম হয়।

পঞ্চম পাঠ

বিভিন্ন ছালাতের পরিচয়

[সোনামণিরা! তোমরা ইতিমধ্যে ছালাতের নিয়ম-পদ্ধতি শিখে নিয়েছ। এবারে এসো কতিপয় ছালাতের পরিচয় এবং সেগুলো আদায়ের পদ্ধতি জেনে নেই]

(১) বিতর ছালাত

'বিতর' ছালাত সুন্নাতে মুওয়াক্কাদাহ বা যরূরী সুন্নাত। যা এশার ফরয ছালাতের পর হ'তে ফজর পর্যন্ত সময়ের মধ্যে আদায় করতে হয়। সফরের সময়ও এই ছালাত ছাড়া যায় না। কখনও পড়তে ভুলে গেলে পরে কাযা আদায় করতে হয়।

'বিতর' অর্থ বেজোড়। যা মূলতঃ এক রাক'আত। তবে ৩, ৫, ৭, ৯, ১১ ও ১৩ রাক'আতও পড়া যায়।

বিতর ছালাতে দো'আয়ে কুনূত পড়তে হয়, যা তোমরা আগেই মুখস্থ করে নিয়েছ। এই দো'আ রুকূর আগে ও পরে দু'ভাবেই পড়া যায়। বিতরের কুনূতে বুক বরাবর হাত উঠিয়ে দো'আ করবে। জামা'আতে আদায় করলে মুক্তাদীরা 'আমীন' 'আমীন' বলবে।

অনুশীলনী

১. এক কথায় উত্তর দাও :

(ক) বিতর ছালাত আদায়ের হুকুম কী?
(খ) সুন্নাতে মুওয়াক্কাদাহ অর্থ কী?
(গ) বিতর অর্থ কী?
(ঘ) বিতর ছালাত মূলত কত রাক'আত?
(ঙ) বিতর ছালাতে দো'আয়ে কুনূত কখন পড়তে হয়?

২. সংক্ষেপে উত্তর দাও :

(ক) বিতর ছালাত আদায়ের পদ্ধতি বল।
(খ) বিতর ছালাত কখন পড়তে হয়?
(গ) যদি কেউ বিতর পড়তে ভুলে যায় অথবা বিতর না পড়ে ঘুমিয়ে যায়, তাহলে কী করবে?
(ঘ) বিতর ছালাতে দো'আয়ে কুনূত কীভাবে পড়তে হয়?

(২) জুম‘আর ছালাত

জুম‘আর দিন সুন্দরভাবে গোসল করে সাধ্যমত উত্তম পোষাক ও সুগন্ধি লাগিয়ে আগেভাগে মসজিদে যাবে। মসজিদে প্রবেশ করে সামনের কাতারের দিকে এগিয়ে যাবে এবং বসার পূর্বে প্রথমে দু’রাক‘আত ‘তাহিইয়াতুল মাসজিদ’ আদায় করবে।

খত্বীব মিম্বরে বসার আগ পর্যন্ত যত রাক‘আত খুশী নফল ছালাত আদায় করবে। এরপর চুপচাপ মনোযোগ সহকারে খুৎবা শুনবে। খুৎবা চলা অবস্থায় মসজিদে প্রবেশ করলে কেবল দু’রাক‘আত ‘তাহিইয়াতুল মাসজিদ’ সংক্ষেপে আদায় করে বসে পড়বে।

জুম‘আর ছালাতের পরে মসজিদে চার রাক‘আত অথবা বাড়ীতে দু’রাক‘আত সুন্নাত আদায় করবে। তবে মসজিদেও চার ও দুই কিংবা দুই ও চার মোট ছয় রাক‘আত সুন্নাত ও নফল পড়া যায়। চার রাক‘আত ছালাত এক বা দুই সালামে পড়া যায়।

*[**বিঃ দ্রঃ** শিক্ষক শ্রেণীকক্ষে একজন ছাত্রকে দাঁড় করিয়ে খুৎবা প্রদানের পদ্ধতি শেখাবেন]*

অনুশীলনী

১. এক কথায় উত্তর দাও :

(ক) জুম‘আর ফরয ছালাত কত রাক‘আত?

(খ) জুম‘আর খুৎবা চলার সময়ে কথা বলা যাবে কি?

(গ) ‘তাহিইয়াতুল মাসজিদ’ কী?

(ঘ) খুৎবা চলাকালে মসজিদে প্রবেশ করলে কত রাক‘আত ছালাত পড়তে হয়?

২. সংক্ষেপে উত্তর দাও :

(ক) জুম‘আর দিন মসজিদে ঢুকার পূর্বে কি করবে?

(খ) জুম‘আর দিন মসজিদে ঢুকে কি করবে?

(গ) জুম‘আর ছালাতের পর সুন্নাতগুলো কিভাবে আদায় করতে হয়?

৩. সঠিক উত্তরটি বাছাই কর :

(১) জুম‘আর ছালাতে কখন যেতে হবে?

(ক) আগেভাগে। (খ) ছালাত শুরু হওয়ার সময়। (গ) ইমাম খুৎবায় উঠার সময়।

(২) খত্বীব মিম্বরে বসার আগ পর্যন্ত মুক্তাদীগণ কী করবে?

(ক) বসে থাকবে। (খ) দুই রাক‘আত ছালাত আদায় করবে।

(গ) যত রাক‘আত খুশী নফল ছালাত আদায় করবে।

(৩) জানাযার ছালাত

কোন মুসলমান মারা গেলে তার জন্য জানাযার ছালাত আদায় করতে হয়। জানাযার ছালাত 'ফরযে কেফায়াহ'। জানাযার ছালাতে কোন রুকূ-সিজদা বা তাশাহ্হুদ নেই এবং এ ছালাতের জন্য নির্দিষ্ট কোন ওয়াক্ত নেই। বরং দিনে-রাতে সকল সময়ে পড়া যায়।

জানাযার ছালাতের বিবরণ :

(১) জানাযার ছালাতে চার তাকবীর দিবে। মুক্তাদী ইমামের পিছে পিছে তাকবীর বলবে।

(২) প্রথমে মনে মনে জানাযার নিয়ত করে সরবে 'আল্লাহু আকবর' বলে দু'হাত কাঁধ পর্যন্ত উঠিয়ে বাম হাতের উপর ডান হাত বুকে বাঁধবে। এ সময় 'ছানা' পড়বে না।

(৩) ইমামের সাথে সকল তাকবীরেই হাত উঠাবে। অতঃপর আ'ঊযুবিল্লাহ-বিসমিল্লাহ সহ সূরায়ে ফাতিহা ও অন্য একটি সূরা পড়বে।

(৪) তারপর ২য় তাকবীর দিবে ও দরূদে ইবরাহীমী পাঠ করবে, যা আত্তাহিইয়াতু-র পরে পড়া হয়।

(৫) তারপর ৩য় তাকবীর দিবে ও জানাযার বিশেষ দো'আ সমূহ পড়বে।

(৬) দো'আ পাঠ শেষে ৪র্থ তাকবীর দিয়ে প্রথমে ডাইনে ও পরে বামে সালাম ফিরাবে। ডাইনে একবার মাত্র সালাম ফিরানোও জায়েয আছে। জানাযার ছালাত সরবে ও নীরবে দু'ভাবেই পড়া যায়।

*[**বিঃ দ্রঃ** শিক্ষক শ্রেণীকক্ষে একজন ছাত্রকে দাঁড় করিয়ে জানাযার ছালাতের পদ্ধতি শেখাবেন]*

অনুশীলনী

১. এক কথায় উত্তর দাও :

(ক) জানাযার ছালাত পড়ার হুকুম কী?

(খ) কোন ছালাতে রুকূ-সিজদা বা বৈঠক নেই?

(গ) জানাযার ছালাতের জন্য নির্দিষ্ট কোন ওয়াক্ত আছে কি?

(ঘ) জানাযার ছালাতে কত তাকবীর দিতে হয়?

(ঙ) জানাযার ছালাতে 'ছানা' পড়তে হবে কি?

২. সংক্ষেপে উত্তর দাও :

(ক) জানাযার ছালাতের নিয়ম বর্ণনা কর।

ষষ্ঠ পাঠ

যাকাত (الزكاة)

শাব্দিক অর্থ : বৃদ্ধি পাওয়া, পবিত্র করা।

পারিভাষিক অর্থ : নির্ধারিত নিয়মে সম্পদের নির্দিষ্ট একটি অংশ নির্দিষ্ট খাতে দান করাকে যাকাত বলা হয়।

যাকাতের গুরুত্ব :

যাকাত ইসলামের তৃতীয় রুকন। নিছাব তথা নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদ হ'লে যাকাত আদায় করা ফরয। যাকাত আদায় না করলে সম্পদ পবিত্র হয় না।

যে সকল সম্পদের যাকাত দিতে হয় :

(১) জমিতে উৎপাদিত ফসল। (২) সঞ্চিত সোনা ও রুপা। (৩) সঞ্চিত অর্থ। (৪) ব্যবসায়ের মাল এবং (৫) গৃহপালিত পশু।

অনুশীলনী

১. এক কথায় উত্তর দাও :

(ক) যাকাত শব্দের অর্থ কী?

(খ) যাকাত ইসলামের কত নং রুকন?

(গ) যাকাত আদায় করা কী?

(ঘ) যাকাত আদায় না করলে কী পবিত্র হয় না?

২. সংক্ষেপে উত্তর দাও :

(ক) যাকাত কাকে বলে?

(খ) কখন যাকাত ফরয হয়?

(গ) কোন কোন সম্পদের যাকাত দিতে হয়?

সপ্তম পাঠ

ছিয়াম (الصيام)

শাব্দিক অর্থ : বিরত থাকা।

পারিভাষিক অর্থ : ছিয়ামের নিয়তে সুবহে ছাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার ও যাবতীয় ভোগ-বিলাস থেকে বিরত থাকার নাম ছিয়াম।

ছিয়ামের গুরুত্ব :

ছিয়াম ইসলামের চতুর্থ রুকন। প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক ও সক্ষম মুসলমানের জন্য রামাযান মাসে পূর্ণ এক মাস ছিয়াম পালন করা ফরয। আল্লাহ ছিয়াম পালনকারীদেরকে ক্ষমা করেন এবং অশেষ ছওয়াব দান করেন।

সাহারী ও ইফতার :

ছিয়াম পালনের জন্য শেষ রাতে কিছু খাওয়া সুন্নাত। একে সাহারী বলা হয়। ছুবহে ছাদিকের পূর্ব পর্যন্ত সাহারী খাওয়া যায়। এতে অনেক বরকত রয়েছে।

আর সূর্য ডোবার সাথে সাথে কিছু পানাহার করে ছিয়াম ভঙ্গ করতে হয়। একে ইফতার বলে। ইফতারের সময়টি মুমিনের জন্য বড় আনন্দের। নিজে ইফতার করা ও অপরকে করানো অনেক ছওয়াবের কাজ।

অনুশীলনী

১. এক কথায় উত্তর দাও :

(ক) ছিয়াম শব্দের অর্থ কী?
(খ) ছিয়াম পালন করা কী?
(গ) ছিয়াম ইসলামের কত নং রুকন?
(ঘ) সাহারী কখন খেতে হয়?
(ঙ) ইফতার কখন করতে হয়?

২. সংক্ষেপে উত্তর দাও :

(ক) ছিয়াম কাকে বলে?
(খ) ছিয়াম কাদের ওপর ফরয?
(গ) সাহারী ও ইফতার কাকে বলে?
(ঘ) সাহারী ও ইফতারের ফযীলত কী?

অষ্টম পাঠ

হজ্জ (الحج)

শাব্দিক অর্থ : ইচ্ছা করা বা সংকল্প করা।

পারিভাষিক অর্থ : হজ্জের নিয়তে আরবী জিলহজ্জ মাসের ৯ তারিখ থেকে ১৩ তারিখের মধ্যে বায়তুল্লাহ ও বায়তুল্লাহ্র নিকটবর্তী স্থানসমূহে নির্ধারিত নিয়মে ইবাদত পালন করাকে হজ্জ বলে।

হজ্জের গুরুত্ব :

হজ্জ ইসলামের পঞ্চম রুকন। প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক ও সক্ষম মুসলমানের জন্য জীবনে একবার হজ্জ পালন করা ফরয। হজ্জ পালন অত্যন্ত ফযীলতপূর্ণ। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'আল্লাহ্র নিকটে কবুলকৃত হজ্জের প্রতিদান জান্নাত ছাড়া কিছুই নয়' *(বুখারী হা/১৭৭৩, মুসলিম হা/১৩৪৯)*। হজ্জ বিশ্ব মুসলিম ঐক্যের প্রতীক।

অনুশীলনী

১. এক কথায় উত্তর দাও :

(ক) হজ্জ শব্দের অর্থ কী?

(খ) হজ্জ কখন করতে হয়?

(গ) হজ্জ ইসলামের কত নং রুকন?

(ঘ) হজ্জ পালন করা জীবনে কত বার ফরয?

(ঙ) হজ্জ কিসের প্রতীক?

২. সংক্ষেপে উত্তর দাও :

(ক) হজ্জ কাকে বলে?

(খ) হজ্জ কাদের ওপর ফরয?

(গ) হজ্জ পালনকারীর জন্য কী ছওয়াব রয়েছে?

পঞ্চম অধ্যায়

প্রথম পাঠ

মজলিসের আদব

১. মজলিসে প্রবেশের সময় সালাম দেওয়া।

২. খত্বীব বা বক্তার কাছাকাছি বসা ও মনোযোগ সহকারে কথা শোনা।

৩. ফাঁকা বা খালি স্থানে বসা।

৪. কাউকে উঠিয়ে দিয়ে তার স্থানে কিংবা অনুমতি ছাড়া দু'জনের মাঝখানে না বসা।

৫. বক্তব্যের সময় পারস্পরিক কথাবার্তা না বলা।

৬. মজলিসে বসা অবস্থায় থুথু না ফেলা।

৭. মজলিস শেষে মজলিস ভঙ্গের দো'আ পাঠ করা।

৮. মজলিস থেকে বের হওয়ার সময় সালাম দেওয়া।

অনুশীলনী

১. এক কথায় উত্তর দাও :

(ক) মজলিসে প্রবেশের সময় কী করতে হয়?

(খ) মজলিস থেকে বের হয়ে যাওয়ার সময় কী করতে হয়?

২. সংক্ষেপে উত্তর দাও :

(ক) মজলিসের ৫টি আদব লেখ।

৩. সঠিক উত্তরটি বাছাই কর :

১. মজলিস ভঙ্গের সময়-

(ক) দলবদ্ধভাবে মুনাজাত করতে হয়।

(খ) একাকী মজলিস ভঙ্গের দো'আ পাঠ করতে হয়।

দ্বিতীয় পাঠ

কথা বলার আদব

১. কথার পূর্বে সালাম দেয়া।

২. কথা বলার সময় স্পষ্ট করে বলা, যাতে সবাই বুঝতে পারে।

৩. তর্ক পরিত্যাগ করা এবং অন্যকে কথা বলার সুযোগ দেয়া।

৪. প্রয়োজনীয় কথাটি তিন বার বলা।

৫. অনর্থক কথা না বলা।

৬. সর্বদা সত্য কথা বলা এবং মিথ্যা না বলা।

৭. কথা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে না বলা।

৮. হাসি-তামাশা করেও মিথ্যা না বলা।

৯. উচ্চৈঃস্বরে কথা না বলা।

১০. কথা বলার সময় অশ্লীল ভাষা না বলা বা গালি না দেওয়া।

অনুশীলনী

১. এক কথায় উত্তর দাও :

(ক) কথার পূর্বে কি দিতে হয়?

(খ) হাসি-তামাশা করে মিথ্যা কথা বলা যাবে কী?

(গ) প্রয়োজনীয় কথাটি কয়বার বলতে হয়?

২. সংক্ষেপে উত্তর দাও :

(ক) কথা বলার ৫টি আদব লিখ।

৩. শূন্যস্থান পূরণ কর :

(ক) কথা বলার সময়.........ভাষা বলা যাবে না।

(খ) ....কথা বলা যাবে না।

(গ) সদা .... কথা বলব, কখনও ...... কথা বলব না।

তৃতীয় পাঠ

সফরের আদব

১. সফরের শুরুতে সফরের দো'আগুলো পাঠ করা।

২. সাধ্যমত একাকী সফর না করা।

৩. তিনজন সফরে বের হ'লে একজনকে নেতা নির্বাচন করা এবং সফরসঙ্গীদের সহযোগিতা করা।

৪. উঁচু স্থানে উঠার সময় 'আল্লাহু আকবার' ও নীচু স্থানে নামার সময় 'সুবহানাল্লাহ' বলা।

৫. প্রয়োজন শেষ হ'লে যথাসম্ভব দ্রুত বাড়ি ফিরে আসা।

৬. মহিলাদের মাহরাম তথা নিকটাত্মীয় ব্যতীত দূরে সফর না করা।

৭. সফর থেকে ফিরে বাড়িতে প্রবেশের পূর্বে নিকটবর্তী মসজিদে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করা।

৮. সফর শেষে আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করে দো'আ পাঠ করা।

অনুশীলনী

১. এক কথায় উত্তর দাও :

(ক) উঁচু স্থানে উঠার সময় কী বলতে হয়?

(খ) নীচু স্থানে নামার সময় কী বলতে হয়?

(গ) মাহরাম শব্দের অর্থ কী?

২. সংক্ষেপে উত্তর দাও :

(ক) সফরের আদবগুলো কী কী?

(খ) সফর থেকে বাড়ি প্রবেশের পূর্বে কী করতে হয়?

৩. সঠিক উত্তরটি বাছাই কর :

১. তিনজন সফরে বের হ'লে-

(ক) কোন নেতা নির্বাচন করতে হয় না।

(খ) একজনকে নেতা নির্বাচন করতে হয়।

চতুর্থ পাঠ

লেনদেনের আদব

১. ডান হাতে আদান-প্রদান করা।

২. কারো নিকট থেকে কোন কিছু গ্রহণের পর হাসিমুখে 'জাযা-কাল্লা-হু খায়রান' বলা।

৩. কাউকে কিছু দেওয়ার সময় ভদ্রতার সাথে দেওয়া।

৪. কাউকে ঋণ প্রদান করলে লিখে রাখা।

৫. ঋণ গ্রহণ করলে যথাসময়ে পরিশোধ করা।

৬. কেউ ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হ'লে সম্ভবপর তা মওকূফ করে দেয়া নতুবা সময় দেয়া।

৭. সর্বক্ষেত্রে ইনছাফ, ধৈর্য, নম্রতা ও সহনশীলতা বজায় রাখা।

৮. কারো উপর যুলুম ও অন্যায় না করা।

অনুশীলনী

১. এক কথায় উত্তর দাও :

(ক) কারো সাথে কোন কিছু আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে কোন হাত ব্যবহার করতে হয়?

(খ) কারো নিকট থেকে কোন কিছু গ্রহণের পর কি বলতে হয়?

(গ) ঋণ প্রদান করলে কী করতে হয়?

২. সংক্ষেপে উত্তর দাও :

১. লেনদেনের ৫টি আদব লেখ।

৩. সঠিক উত্তরটি বাছাই কর :

১. কেউ ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হ'লে-

(ক) তার কাছ থেকে অতিরিক্ত অর্থ আদায় করতে হবে।

(খ) সম্ভবপর হ'লে তা মওকূফ করতে হবে।

২. ঋণ গ্রহণ করলে-

(ক) যথাসময়ে পরিশোধ করতে হয়। (খ) দেরী করে পরিশোধ করতে হয়।

(গ) পরিশোধ করতে হয় না।

পঞ্চম পাঠ

দো‘আ করার পদ্ধতি ও আদব

১. দু’হাতের তালু খোলা অবস্থায় একত্রিত করে চেহারা বরাবর সামনে রাখা।

২. কাকুতি-মিনতি সহকারে ও গোপনে দো‘আ করা।

৩. ভয় ও আকাঙ্ক্ষা সহকারে এবং অনুচ্চ শব্দে অথবা মধ্যম স্বরে একাগ্রচিত্তে দো‘আ করা।

৪. শুরুতে আল্লাহ্র প্রশংসা ও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উপর দরূদ পাঠের পর দো‘আ করা।

৫. দো‘আ শেষে মুখমণ্ডলে হাত মাসাহ না করে স্বাভাবিকভাবে ছেড়ে দেয়া।

অনুশীলনী

১. এক কথায় উত্তর দাও :

(ক) দো‘আর শুরুতে কি করতে হয়?

(খ) দো‘আ শেষে মুখমণ্ডলে হাত মাসাহ করা যাবে কী?

২. সংক্ষেপে উত্তর দাও :

(ক) দো‘আ করার পদ্ধতি ও আদবগুলো কী কী?

৩. সঠিক উত্তরটি বাছাই কর :

১. দো‘আ করার সময় আওয়ায-

(ক) উচ্চৈঃস্বরে হবে। (খ) নিম্নস্বরে হবে।

২. দো‘আ শেষে-

(ক) মুখমণ্ডলে হাত মাসাহ করতে হয়। (খ) হাতে চুমু খেতে হয়।

(গ) হাত স্বাভাবিকভাবে ছেড়ে দিতে হয়।

ষষ্ঠ পাঠ

ছিয়াম ও ইফতারের আদব

ক. ছিয়ামের আদব সমূহ-

১. রামাযানের চাঁদ দেখে দো'আ পড়া ও মনে মনে ছিয়াম পালনের নিয়ত করা।

২. তারাবীহ্র ছালাত আদায় করা।

৩. সাহারী খাওয়া।

৪. যাবতীয় অন্যায় ও অশ্লীল কাজ পরিহার করা।

৫. অধিক কুরআন তেলাওয়াত করা।

৬. রামাযানের শেষ দশকের বেজোড় রাত্রিতে ক্বদর রাত্রি লাভের জন্য চেষ্টা করা।

খ. ইফতারের আদব সমূহ-

১. সূর্যাস্তের সাথে সাথে ইফতার করা।

২. 'বিসমিল্লাহ' বলে ডান হাতে ইফতার খাওয়া।

৩. খেজুর অথবা পানি দ্বারা ইফতার শুরু করা।

৪. ইফতার শেষে *'আলহামদুলিল্লাহ'* বলা ও *'যাহাবায যামাউ ওয়াবতাল্লাতিল উরূ-কু ওয়া ছাবাতাল আজরু ইনশাআল্লাহ'* দো'আটি পাঠ করা।

অনুশীলনী

১. এক কথায় উত্তর দাও :

(ক) রামাযানের চাঁদ দেখলে কী করতে হয়?

(খ) রামাযানের শেষ দশকে কী করতে হয়?

(গ) ইফতার কখন করতে হয়?

(ঘ) ইফতার শেষে কী বলতে হয়?

২. সংক্ষেপে উত্তর দাও :

(ক) ছিয়ামের আদবগুলো কী কী?

(খ) কোন রাত্রিগুলোতে লায়লাতুল ক্বদর হয়?

(ক) ইফতারের আদবগুলো কী কী?

সপ্তম পাঠ

শ্রেণীকক্ষে পালনীয় আদব

১. শ্রেণীকক্ষে প্রবেশের সময় সহপাঠীদের উদ্দেশ্যে সালাম দেওয়া ও কুশল বিনিময় করা।

২. শিক্ষক ক্লাসে প্রবেশের শুরুতেই সালাম দিবেন এবং শিক্ষার্থীরা তাঁর সালামের জওয়াব দিবে।

৩. বিশেষ প্রয়োজনে শিক্ষকের অনুমতি নিয়ে বাইরে যাওয়া।

৪. অনুমতি ব্যতীত কারু আসনে না বসা।

৫. শিক্ষক ক্লাসে থাকাবস্থায় প্রবেশের জন্য ‘সালাম’ দিয়ে অনুমতি প্রার্থনা করা।

৬. নির্ধারিত আসনের অতিরিক্ত সহপাঠী আসলে নিজেরা চেপে চেপে বসে তাকেও বসার সুযোগ করে দেয়া।

৭. বিনা অনুমতিতে কারো জিনিস গ্রহণ না করা।

৮. ভদ্রতার সাথে শিক্ষকের কাছে কোন কিছু জানতে চাওয়া এবং অহেতুক প্রশ্ন করা থেকে বিরত থাকা।

৯. ক্লাসের সময় শিক্ষক কোন কারণে অনুপস্থিত থাকলে কোনরূপ হৈচৈ না করে নির্ধারিত পাঠ পরস্পরে আলোচনা করা।

১০. শিক্ষক ক্লাসে কোন প্রশ্ন করলে ভদ্রতার সাথে উত্তর দেয়া।

অনুশীলনী

১. এক কথায় উত্তর দাও :

(ক) শিক্ষক ক্লাসে প্রবেশের শুরুতে কী করবেন?

(খ) শিক্ষক ক্লাসে প্রবেশের শুরুতে সালাম দিলে শিক্ষার্থীরা কী করবে?

(গ) শিক্ষকের সালামের জওয়াব দাঁড়িয়ে দিতে হবে, না বসে?

(ঘ) ক্লাসের বাইরে যেতে হ'লে কী করতে হবে?

(ঙ) বিনা অনুমতিতে কারো জিনিস গ্রহণ করা যাবে কি?

২. সংক্ষেপে উত্তর দাও :

(ক) শ্রেণীকক্ষে প্রবেশের নিয়ম কী?

(খ) নির্ধারিত আসনের অতিরিক্ত সহপাঠী আসলে কী করবে?

৩. শূন্যস্থান পূরণ কর :

(ক) শিক্ষক ক্লাসে প্রবেশ করলে.....সালামের জওয়াব দিতে হবে।

(খ) বিনা অনুমতিতে কারো জিনিস ......করা যাবে না।

(গ) বিশেষ প্রয়োজনে শিক্ষকের ....নিয়ে বাইরে যাওয়া।

৪. সঠিক উত্তরটি বাছাই কর :

(১) শিক্ষক ক্লাসে প্রবেশ করে সালাম দিলে শিক্ষার্থীরা কী করবে?

(ক) দাঁড়িয়ে সালামের জওয়াব দিবে।

(খ) বসে সালামের জওয়াব দিবে।

(গ) চুপ করে বসে থাকবে।

(২) শিক্ষক ক্লাসে থাকলে কি করতে হবে?

(ক) সোজা ভেতরে ঢুকে যেতে হবে।

(খ) বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে।

(গ) সালাম দিয়ে ঢোকার অনুমতি চাইতে হবে।